CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri
4.1

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

(শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণে)

সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রমাধ্যক্ষ
পরম পূজ্যপাদ
ড. বৃন্দাবন বিহারী দাস মহারাজের
ভূমিকা সম্বলিত

গ্রন্থনা

শ্রী মণীন্দ্র কুমার সরকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

- শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা (Srikrishner Rashlila)
- প্রকাশক ঃ শ্রী দীপক কুমার সরকার
  ২নং দেশবন্ধুনগর, সোদপুর, চব্বিশ পরগণা (উত্তর)
- প্রথম প্রকাশ ঃ কার্ত্তিক পূর্ণিমা, নিম্বার্ক জয়ন্তী, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৮।

- সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রম কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

কাঠিয়া বাবার আশ্রম
পোঃ সুখচর,
জেলা ঃ- ২৪ পরগনা (উঃ)
পিন ঃ- ৭৪৩১৭৯

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ৭০০ ০১২

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন
(মুখ্য অনুসন্ধান অফিসের পাশে)

প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটারস্
১৪, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

- প্রচ্ছদ ঃ রবি দত্ত
- টাইপ সেটিং ঃ প্রসেসিকা, কলিকাতা- ৫
- মুদ্রণ ঃ পিনাকী দত্ত কর্ত্তৃক
  ইম্প্রেসন্ হাউস
  ৬৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য — ৪০ টাকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিবেদন

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় ভক্তহৃদয়ে শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেব বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ভগবদ্‌লীলারস পিপাসু ভক্ত নরনারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত দ্বাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশসহস্র শ্লোকে সুবিন্যস্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ করা বা শোনা এই কর্মব্যস্ত যুগে অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। মাতৃভাষায় অনূদিত হলেও গ্রন্থের বিশাল আয়তন পাঠ বা শ্রবণের অন্তরায় হয়। তাই তাঁরা ছুটে যান ভাগবত পাঠের আসরে ভগবানের লীলা-কথা শুনতে। কিন্তু তাঁদের পিপাসার উপশম হয় না, কেননা কথক বা পাঠকদের অধিকাংশই অনধিকারী ও পেশাদার। তাঁরা যা পরিবেশন করেন, তার মধ্যে খাঁটির চেয়ে ভেজাল বেশি। একসের দুধে পাঁচসের জল।

এ সকল কথা বিবেচনা করেই আমরা সঙ্কল্প নিয়েছি মূলগ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের প্রধান প্রধান লীলা সমূহ একাধিক খন্ডে যথাসম্ভব সহজ করে সুলভে আগ্রহী পাঠকসাধারণের হাতে তুলে দেব।

আমাদের এই প্রচেষ্টার প্রথম ফসল এই "শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা"। মূল কাহিনী অবিকৃত রেখে বাংলা গদ্যের পাশাপাশি সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এর দ্বারা পাঠক-পাঠিকাগণ মহাকবির রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রভূত আনন্দ পাবেন। শ্লোক বা শ্লোকাংশের শেষে বন্ধনীর মধ্যে যে তিনটি সংখ্যা লিখিত আছে তার প্রথমটি গ্রন্থের স্কন্ধ, দ্বিতীয়টি স্কন্ধের অধ্যায় এবং তৃতীয়টি অধ্যায়ের শ্লোকের ক্রমিক নম্বর।

আমরা আমাদের সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করতে যে মহাত্মার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি তিনি হচ্ছেন সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রমের মহন্ত মহারাজ পরমপূজ্যপাদ ডঃ বৃন্দাবনবিহারী দাস। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা ও আশীর্বাদ পাথেয় করেই আমাদের যাত্রারম্ভ। মহন্ত মহারাজ নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন শ্রীমান পিনাকী দত্তকে দিয়ে বইটির মুদ্রণকার্যাদি সম্পন্ন করিয়েছেন। তিনিই আবার তাঁর কৃপাধন্যা অধ্যাপিকা শ্রীমতী উমা মাকে দিয়ে প্রথম দফার প্রুফ দেখার কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। আরও বড় কথা তিনি একটি মনোগ্রাহী ভূমিকা লিখে বইটির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। এ সমস্তই অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার প্রতি মহন্তজীর অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ প্রসঙ্গে অপর দুইজন ভদ্রমহোদয়ের কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রী রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরী তাঁর সংগ্রহ থেকে কাশীরাজ-সভাপন্ডিত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন অনূদিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। শ্রী হিমাংশু রঞ্জন বলের কাছ থেকে পেয়েছি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিত ও মহান সাধক ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত "শ্রীমদ্ভাগবতম্" গ্রন্থটি। এই দুটি গ্রন্থ থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে বক্তব্য, আমাদের শ্রম ও সাধনা সার্থক হবে যদি পাঠক-পাঠিকা মহলে বইটি সমাদৃত হয়।

শ্রীমনীন্দ্র কুমার সরকার।

২, দেশবন্ধুনগর,
সোদপুর, ২৪ পরগণা (উঃ)
তাং ১৫ই আগস্ট ১৯৯৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূমিকা

বেদার্থ বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য অতি দুর্জ্ঞেয়, তা কেবল কিছু সংখ্যক বিদ্বানের বুদ্ধিগ্রাহ্য ছিল। বেদ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সর্বসুলভ রূপ প্রদানের জন্য বিস্তারিত অতিশয়োক্তি অলংকার পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস পুরাণ রচনা করেছিলেন। সমস্ত পৌরাণিক বিদ্বানগণ মনে করেন যে, ঋষিদের বুদ্ধির অপ্রাপ্য 'পরমতত্ত্ব' সর্বসাধারণের বুদ্ধীন্দ্রিয় মনের গোচর পুরাণের দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

সৃষ্টি নিরূপণ, সৃষ্টি বিস্তার, লয়, এবং পুনঃ সৃষ্টি নিরূপণ, সৃষ্ট্যাদি কালিকবংশাদি বর্ণন, কোন কোন সময়ে কোন কোন মনুর অধিকার ছিল এবং কি কি মহত্ত্বপূর্ণ কার্য সেই সময় সম্পন্ন হয়েছিল—সূর্য-চন্দ্রাদি বংশ বর্ণন, ইত্যাদি পুরাণের লক্ষণ বা বিষয়। ব্রহ্মাতিরুদ্র, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, গণেশ শক্ত্যাদি পরমাত্মার স্বগুণ রূপের উপাসনার প্রচার বিবিধ বর্ণনা সর্গারম্ভ থেকে মানব মাত্রের বিদ্ধংসেতিবৃত্তকথন অষ্টাদশ পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য।

পুরাণে পাঁচ বিষয়ের বর্ণনা থাকাতে একে পঞ্চলক্ষণ বলে।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।"

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপুরাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের পিছনে এক পরম্পরা লুক্কায়িত আছে, সৃষ্টির প্রাক্কালে শ্রীনারায়ণের নাভিকমলে ব্রহ্মা উপবিষ্ট। বাণী শুনলেন "তপস্ব ইতি", এ বাণী যাঁর তাঁকে দেখতে প্রবল বাসনা হল। বহু তপস্যা করলেন, তারপর দেখা দিলেন, বললেন বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা বললেন বর চাই না, চাই তোমার স্বরূপ জানতে।

"পরাবরে যথারূপে জানিয়াং তে'

উত্তরে শ্রীভগবান চতুঃশ্লোকী ব্রহ্মা কে বলেছেন। ব্রহ্মা তা বিস্তার করে দশলক্ষণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাগবত উপদেশ দিয়েছেন নিজ মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে। দেবর্ষি তা দিয়েছেন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে—

"তস্মা ইদং-ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্
প্রোক্তং-ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ।
নারদঃ প্রাহ মুনয়ে-সরস্বত্যাস্তটে নৃপ।
ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায় মিততেজসে॥
২।৯।৪৩—৪৪।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শুকদেবকে দ্বাপরের শেষ ভাগে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেছিলেন, সেটাই আজ শ্রীমচ্ছুকদেব পরীক্ষিত কে পরিবেশন করছেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলেছেন যে,—
"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার
চারিবেদ-দধি,-ভাগবত-নবনীত।
মথিলেন শুক খাইলেন পরীক্ষিৎ॥ চৈতন্যভাগবত"

শ্রীশুকদেব নিজমুখে বলেছেন যে—

ইদং-ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ব্রহ্মসম্মিতম্—পদের শ্রীধর স্বামী দুটি অর্থ করেছেন। ব্রহ্ম পদে বেদ এবং সম্মিত পদে তুল্য। ভাগবত বেদতুল্য গ্রন্থ—বেদের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রন্থ। আর একপ্রকার অর্থ—"বেদ সম্যক মিতং যেন"॥ বেদের সম্যক পরিপাক করা যায় যার দ্বারা। অর্থাৎ বেদের কত গভীরতা তা অনুধাবন করা যায়—শ্রীমদ্ভাগবতের মানদণ্ডে।

শাশ্বত জ্ঞান ভাণ্ডার বেদ। বেদের নির্য্যাস বেদান্ত। ভাগবত অভিন্ন বেদান্ত, আবার ভাগবত বেদবৃক্ষের পরিপক্ক ফল। জ্ঞানবৃক্ষের সার্থকতা শ্রদ্ধাভক্তির রসায়িত ফলে। বেদান্ততত্ত্ব প্রধান তা দুরভিগম্য। ভাগবত রস প্রধান, তাই সর্বজন অনুভববেদ্য বেদান্তে পরব্রহ্মের কথা।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশ্নের তারতম্য ভগবদগীতায় রণাঙ্গনে অর্জুন ভগবানকে বললেন যে "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে॥" জানতে চেয়েছিলেন যুদ্ধ করা বা না করা এর মধ্যে কোনটি শ্রেয় তা বলে দাও। এখানে পরীক্ষিত জীবন সমরাঙ্গনে উপনীত হয়ে আর ত বিলম্ব নাই, পারের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বল নিতে হবে। তাই শুনতে চাচ্ছে ভবকাণ্ডারী শ্রীহরির কথা। অতএব তোমার প্রশ্ন বরীয়ান্।

পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসার প্রশান্তি এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে সহজ সরল ভাবে করা হয়েছে। এই ভাগবতী কথা জীব মাত্রকে অমর করে। অমর কথা শ্রীহরি কথা আর সব বৃথা ও ব্যথা। অমর কথা ভাগবতের কথা, এর যে আশ্রয় গ্রহণ করে সেও অমর হয়ে যায়। রাজা পরীক্ষিত ও শুকদেব অমর। এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ভক্তিরস দান করে। ভক্তিতে মীরাবাঈ দ্বারিকাধীশে ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগন্নাথে সদেহে সমাহিত হয়ে অমর হয়ে গেছেন। শ্রীভাগবতের কথায় এত মাহাত্ম্য অনায়াস সমাধি হয়ে যাবে। যোগ আর তপস্যার ব্যতিরেকে শ্রী ভগবানকে পাবার সবচেয়ে সরল সাধন ভাগবত শাস্ত্র। ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবানের বচন—"সৎ কথা প্রীতমানসং—নাহং—ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥" অর্থাৎ যে আমার কথা বলে, যে সদা তা শুনতে থাকে তথা যার মন আমার কথা শুনে প্রসন্ন হয়, সেই জীবকে আমি কখনও ত্যাগ করি না।

শ্রীমদ্ভাগবতের বারটি স্কন্ধ আছে, প্রথম স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়, দ্বিতীয় স্কন্ধে ১০ অধ্যায়, তৃতীয় স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়, চতুর্থ স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়, পঞ্চম স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়, ষষ্ঠ স্কন্ধে ১৯। সপ্তমে ১৫, অষ্টমে ২৪, নবমে ২৪, দশমে ৯০, একাদশে ৩১, দ্বাদশে ১৩ টি, এই প্রকার ৩৩৫টি অধ্যায় আছে। এতে ১৮০০০ শ্লোক আছে। ভাগবত পুরাণে শাক্ত দেবীভাগবত, বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত স্বীকার করেন। ভাগবতের সেই লক্ষ্মণ নারদ পুরাণে ও পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে। সেইসব বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের উপর সব সম্প্রদায়ের টীকা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ টীকার উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে। শ্রীরামানুজের মতে শ্রীসুদর্শন সুরিকৃতা শুকপক্ষিয়া টীকা, বীররাঘবাচার্যকৃত-ভাগবতচন্দ্রিকা, মাধবমতে শ্রীবিজয়ধ্বজ বিরচিত পদরত্নাবলী, নিম্বার্ক মতে শুক-সুধীকৃত সিদ্ধান্ত—প্রদীপ—টীকা, বল্লভ মতে আচার্য বল্লভকৃত সুবোধিনী, গিরিধরাচার্য বিরচিত আধ্যাত্মিক টীকা, চৈতন্য মতে শ্রীসনাতনকৃত বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী, কেবল দশম স্কন্ধের শ্রীজীবগোস্বামী-ব্রহ্মসন্দর্ভ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সারার্থদর্শিনী, সর্বাধিকলোক প্রিয় শ্রীধরস্বামী কৃত ভাবার্থ—দীপিকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(শ্রীধরীটীকা), আনন্দতীর্থ কৃত-ভাগবত তাৎপর্য নির্ণয়। এই মহাপুরাণটি কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের অনুপম রত্নই নয়, কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রের সর্বস্ব বলে জানবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যা আছে "অত্র সর্গো বিসর্গশ্চস্থানং পোষণমুতযঃ। মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরবাশ্রয়ঃ॥" ১।১০।১

ভাগবতমহাপুরাণ। মহাপুরাণের আলোচ্য বিষয় দশটি। — সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়।

(১) পুরুষের দক্ষিণে প্রকৃতির পরিণতি — সর্গ।
(২) ব্রহ্মা কর্তৃক ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি — বিসর্গ।
(৩) সৃষ্ট পদার্থের যথাযোগ্য মর্য্যাদা — স্থিতি।
(৪) শ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ — পোষণ।
(৫) অনাদি সিদ্ধ কর্মপ্রবাহ — উতি।
(৬) মন্বন্তরাধিপতিগণের পালনীয় ধর্ম — মন্বন্তর।
(৭) অবতার ও ভক্তগণের কথা — ঈশানুকথা।
(৮) মায়া ও জীবের ঈশ্বরে লয় হওয়া — বিরোধ।
(৯) জীবের স্বরূপে অবস্থান — মুক্তি।
(১০) যিনি সর্বমূল সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবানই আশ্রয় তত্ত্ব। শেষ আশ্রয় তত্ত্বটি ভাগবতের বিশেষ আলোচ্য বস্তু। শাস্ত্রকার আশ্রয় তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য সর্গ, বিসর্গ প্রভৃতি নয়টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

"আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ। চৈতন্য—চরিতামৃত।
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্। ২০।১০।২

আশ্রয়তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্। সর্গ প্রভৃতি নয়টি বস্তুর মূলই তিনি। শ্রীমদ্ভাগবত নয়টি স্কন্ধ পর্যন্ত উক্ত নয়টি বস্তুর আলোচনা করেছেন দশম স্কন্ধে দশম বস্তু আশ্রয় তত্ত্বের কথা বলছেন।

কৃষ্ণভক্তি রসস্বরূপ শ্রীভাগবত
তাতে বেদ শাস্ত্র হইতে পরম মহত্ত্ব।

শ্রীধরস্বামিচরণ বলিয়াছেন, আপনি একটি কল্পবৃক্ষ। আপনার শ্রীদেহ দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক। সেই সকল স্কন্ধে তিনশত পঁয়ত্রিশটি শাখা। সেই সকল শাখায় আঠার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হাজার অভীষ্ট পত্রাবলী বিরাজমান। গোড়ায় আপনার পাদদেশে শুদ্ধাভক্তির আলবাল। সেই আবেষ্টনীতে প্রণত হইয়া আপনার মহীরুহমূর্ত্তি দর্শন করি। স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় ভিক্ষা করি।

শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—আপনি "শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্ত্তিতঃ" সাক্ষাৎ গোবিন্দবোধে আপনাকে অর্চনা করি। প্রথম দ্বিতীয় স্কন্ধ আপনার দুই চরণ, তাহাতে তুলসী চন্দন দেই। তৃতীয় চতুর্থ দুই স্কন্ধ আপনার দুই উরু। তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি রাখি। পঞ্চম স্কন্ধ আপনার নাভিকমল, তাহার গন্ধ নেই। ষষ্ঠ আপনার বক্ষস্থল, তাহাতে হস্তার্পণ করি। সপ্তম অষ্টম আপনার দুই বাহু, তাহার আলিঙ্গন কামনা করি। নবম আপনার কণ্ঠদেশ তাহাতে মালিকা দোলাইয়া দেই। একাদশ আপনার ললাট তাহা চন্দন তিলকে সাজাই। দ্বাদশ আপনার শিরোদেশ, তাহাতে চূড়া পরাই। দশম স্কন্ধ আপনার প্রফুল্ল বদন। বদনের মঞ্জু হাসি। "মধু হতে সুমধুর" তাহা হতে সুমধুর। তার মাঝে স্মিত জোছ্নাভার। সেই জ্যোৎস্নায় জীবন জুড়াই। সকল স্কন্ধই মধুর। কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর। তন্মধ্যে দশম স্কন্ধের তুলনা নাই। অপ্রাকৃত রসবত্তায়। প্রচুরতায় শব্দ গাম্ভীর্যে; অলঙ্কার নৈপুণ্যে, কাব্য কৌশলে দশম স্কন্ধ মহামহীয়ান্ রসস্পর্শমণি।

"দশমে দশমং লক্ষণাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম্।" (শ্রীধর)

আশ্রয় থাকলেই আশ্রিত থাকতে হবে। আশ্রিতের শাস্ত্রীয় নাম বিষয়। দুটি শব্দ আপেক্ষিক আশ্রয় বিষয় নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত। পত্নী থাকলেই পতি আছে। যুগলেই সত্তা। একের সার্থকতা অন্যে পর্যাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিখিল বিশ্বের পরম অবলম্বন চরণাশ্রয়। তাঁর অন্তরঙ্গা স্বরূপ, শক্তির কার্য্য অন্তঃলীলা প্রকটন। বহিঃরঙ্গা মায়াশক্তির কার্য্য বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চরচনা। তটস্থা শক্তির কার্য্য নিখিল-জীব-নিবহ। এই তিন শক্তিই পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। অনন্ত বিশ্বের যাহা কিছু কৃষ্ণ ভিন্ন যাবদ্বস্তু হলো বিষয়। আর শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়। তত্ত্ব দৃষ্টিতে ও আশ্রয় বিষয়ের সম্পর্ক এইরূপ, রসদৃষ্টিতে কিন্তু অন্য রূপ।

রসলীলার তিনটি ভূমি—বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। বাৎসল্য ভূমির পাত্র নন্দ যশোদাদি ও শ্রীকৃষ্ণ। সখ্যভূমির পাত্র শ্রীদামাদি ও শ্রীকৃষ্ণ। মধুর রসের পাত্র শ্রীরাধা—ললিতাদি ও শ্রীকৃষ্ণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, শ্রীরাধা-ললিতা সকলেই আশ্রিত, সকলেই বিষয়। কিন্তু বস্তুতঃ বিপরীত স্থিতি বাৎসল্য, সখ্য, মধুর—এই তিন রসে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন্। শ্রীনন্দযশোদাদি, শ্রীদাম-সুদামাদি, শ্রীরাধা-ললিতাদিই তৎ তৎ রসের আশ্রয়ালম্বন।

বিষয় থাকে আশ্রয়ের অধীন। এইজন্য ব্রজের বাল-গোপাল নন্দ-যশোদার অধীন। গোষ্ঠ ভূমিতে ও যেয়ে কানহাইয়া শ্রীবলরাম, শ্রীদাম-সুদামের অধীন। কুঞ্জবনে শ্রীরাধাবিহারী দুলালীর অধীন। সম্পূর্ণ অধীন সর্বতোভাবে অধীন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। এই অধীনতাই রসের প্রাণ। প্রেমাধীনতাই রসকে সজীব রাখে ও পুষ্ট করে। শ্রীদামের অধীন বলে পরাজিত হয়ে তাকে কাঁধে বহন করেন। জননীর অধীনবশতঃ ভীতবৎ পলায়ন করেন। রজ্জু বন্ধনে বাঁধা রহেন। সর্বতোভাবে অধীন বলে শ্রীরাধা যেমন চলেন তেমনি চালান, যেমন নাচান তেমনি নাচেন।

"শ্রী রাধা প্রেমগুরু—আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হতে সমগ্র লীলা বর্ণিত। এই লীলাকথা বলবার জন্য ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রী সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতকে বলেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্ত্তিতঃ।"

বৈদিক শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মের দুটি স্বরূপ, পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম। —"দ্বে ব্রহ্মনী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ তৎ" শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, আর ভাগবত শব্দব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্ময়ী মূর্তি। আর একটি স্থলে শ্রীভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটি অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে দশম স্কন্ধে গোবিন্দের অধরের মধুর হাসি।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে লীলা তিনভাগে বিভক্ত—ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা। এর মধ্যে ব্রজলীলা সর্বাধিক মাধুর্য মণ্ডিত। ব্রজে যেখানে ঐশ্বর্যের প্রকাশ তাও মাধুর্যের অধীন অঙ্গীভূত। শ্রী ভগবানের দুটি বস্তু আছে—ঐশ্বর্য আর মাধুর্য। যে সকল লীলা কথা শুনলে ভগবান যে কত বড়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তা মনে জাগ্রত হয়, এটাই ঐশ্বর্য। যে সকল লীলা কথা শুনলে ভগবান যে কত প্রিয়জন-আপনলোক, এই ভাবনার উদ্রেক হয়। তাই মাধুর্য। ঐশ্বর্য তার শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান জাগায়। মাধুর্য তার প্রিয়ত্বের আস্বাদন করায়। গীতায় বিশ্বরূপ প্রদর্শনে ঐশ্বর্যের প্রকাশ। যমুনাতেই পুলিন ভোজনে, গোপ শিশুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণে মাধুর্যের অভিব্যক্তি। আচার্যব্যাস মাধুর্যকে ভগবানের ভগবত্তার সার বলেছেন—

মাধুর্য— ভগবত্তা সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুকব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছেন নানা মতে
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ।"

ভগবানের ভগবত্তার নির্যাস হল মাধুর্য্য। এই মাধুর্য বিলাসে ব্রজলীলা সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান যখন বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই তিনরকমের বিষয় হয়ে রসের আস্বাদনে তন্ময় হন। পৌগন্ড বয়সে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠলীলা করেন। এতে রসের মাধুর্য ও আস্বাদিত ও বিস্তারিত হয়। গোষ্ঠলীলার মধ্যে বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর বধের ও ব্রহ্মমোহন লীলা হয়। তারপর ধেনুকাসুর বধ, যমুনা হ্রদে কালিয়নাগদমন, দাবানল পান, রাম কর্তৃক প্রলম্বাসুর বধ এবং অরণ্যাগ্নি পানলীলা—এই সকল লীলায় বাৎসল্য ও সখ্য দুই রসেরই আস্বাদন এর চমৎকারিতা রয়েছে।

শ্রী কৃষ্ণ কিশোর বয়সে যমুনা পুলিনে বেণুবাদন করতেন। তা শ্রবণে গোপ বালিকাদের পূর্বরাগ জন্মে। তারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য ঐ কাত্যায়নীব্রত করেন। ঐ ব্রত শেষে কুমারীগণ তীরে বস্ত্র রেখে যমুনাতে অবগাহন করবার সময় শ্রীকৃষ্ণ উহা লুকিয়ে রাখেন এবং পরে তাদেরকে নিজের নিকট ডেকে বস্ত্র প্রত্যর্পণ করেন। এই লীলাতে মধুর রসাত্মক পরম রমণীয় রাসলীলার সূত্রপাত।

ভাগবত ব্রজবাসীদের লীলা চার প্রকার বলেছেন।

রাসলীলা চার প্রকার ঃ—

(১) বেণুগীত — কুমারিকা গোপীদের সাথে রাস।

(২) যজ্ঞ পত্নীপ্রসঙ্গ — বিবাহিতা গোপীদের সাথে রাস।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৩) গোবর্ধনলীলা — বৃদ্ধা গোপীদের সাথে রাস।
(৪) সন্ন্যাসীপ্রসঙ্গ — সন্ন্যাসিনী গোপীদের সাথে রাস।
মুখ্য রাসলীলা নিম্নপ্রকার—
(১) গোপবালকদের সাথে। (২) গোমাতাদের সাথে। (৩) গোপযুবতীদের সাথে। এখন রাসের অর্থ পরমাত্মা রস স্বরূপ। "রসো বৈ সঃ"। এই রসস্বরূপ ঈশ্বরের সাথে তাদাত্ম্য হয়েও রাস। পরমাত্মার সাথে জীবের মিলন রূপী রাস। রসাত্মক ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন হওয়া বা সম্বন্ধ হওয়াই রাস। এমন কোন জীব আছে যে ঈশ্বরের সাথে মিলবার ইচ্ছা রাখে না। এই লীলার দ্বারা প্রভু সবাইকে মুগ্ধ করে রস বাটো আনন্দের আবির্ভাব করেছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন যে এই লীলা সর্বোদয় লীলা, প্রভু সবাইকে সমানভাবে আনন্দ দান করেছেন।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ স্বরূপ—নাদ ব্রহ্ম। এতে তন্ময় হলে পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হবে। বেণু গীতে ব্রহ্মচারিণী গোপীদের রাস। যজ্ঞ-পত্নীদের প্রসঙ্গে বিবাহিতা আর গোবর্ধন লীলায় বাণপ্রস্থী গোপীদের সাথে রাস। বেণু নাদে নাদব্রহ্মের উপাসনা করতে করতে গোপিরা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। গোপী কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের দিব্যবস্ত্র দান করেছিলেন। দশম স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ের কথা, বরুণদেবের কথা বিশেষ মহত্ত্ব রাখে। কারণ বরুণদেব জিহ্বার স্বামী, আর তার সেবক দুত ষড়রস। যতক্ষণ না রসনার উপর সংযম না আসবে, ততক্ষণ রাসলীলায় প্রবেশ সম্ভব নয়। বিষয়ী জীব রাস রস পেতে পারেন না।

নন্দ জীব। জীব যখন চিত্ত নদীতে স্নানের জন্য ডুব দেয় তখন বরুণ সেবক—ষড়রস তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে উপস্থিত হয়। যাবৎ জীব লৌকিক রসের অধীন, তাবৎ সে অলৌকিক রস পেতে পারে না।

গোপী মুখ্য দুই প্রকার — নিত্য সিদ্ধা ও সাধন সিদ্ধা। গোপীদের কয়েক প্রকার যেমন — শ্রুতিরূপা, ঋষিরূপা, সংকীর্ণ রূপা, অন্য পূর্বা ও অনন্য পূর্বা আদি।

যে বেদাভিমানী দেব ব্রহ্ম সম্বন্ধ সিদ্ধ করে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হেতু গোকুলে প্রকট হয়ে ছিলেন, তারাই শ্রুতিরূপা গোপী।

বুদ্ধিগত কাম নাশ করে ব্রহ্ম সংবন্ধ সিদ্ধ করে ব্রহ্মাত্মক রূপ মুক্তির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুভব করার জন্য যে ঋষি গোপী হয়ে এসে ছিলেন তাকে ঋষিরূপা বলা হয়েছে।

সংকীর্ণ মন্ডলে প্রভুর মনোহর রূপ দেখে মনে কাম ভাব জাগ্রত হওয়াতে যে স্ত্রীগণ গোপীরূপ গ্রহণ করেছিলেন তারা কামরূপা। উদাহরণ শূর্পনখা।

বিবাহের পরে সুখের উপভোগ করে যারা অরুচি হওয়াতে প্রভুর প্রতি প্রেমভাব এনেছে, সে স্ত্রী ও পুরুষ গোপীরস নিয়েছে তাদের অন্যপূর্বা। যেমন তুলসী দাস।

অনন্যপূর্বা—জন্মসিদ্ধ পূর্ণ বৈরাগী। শুকদেব, মীরা আদি চিরহরণ (বস্ত্রহরণ) লীলায় একটি রহস্য কুমারিকাগণ মনে করতে ছিলেন, যে তারা নারী। এই ভাব অহংকারের দ্যোতক। তাদের সেই ভাব দূর করবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। এই লীলায় অহংকারের পর্দা সরিয়ে প্রভুকে সর্বস্ব অর্পণ করাই উদ্দেশ্য।

ভগবান বলছেন যে তুমি আপনাপন স্বত্ত্ব ভুলিয়ে আমার কাছে এস। সংসার শূন্য আর সংস্কার শূন্য হয়ে নিরাবৃত্ত হয়ে আমার কাছে এস। শরীরকে বস্ত্র লুকায় আবৃত করে। আত্মাকে বাসনা। ভগবান তোমার ও আমার কাছেই আছেন, কিন্তু তুমি বা আমি দেখতে পাই না। বাসনার পর্দা সরা মাত্র দেখতে পাবে।

ভগবান কখনও লৌকিক বস্ত্র হরণ করেন না। সে তো বুদ্ধিগত অজ্ঞান, কামনা বাসনা চুরি করেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, তিনি তো যমুনার জলেও ছিলেন, কিন্তু গোপীরা অজ্ঞান আর বাসনার দ্বারা আবৃত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুভব করতে পারেননি। সেই গোপীদের বুদ্ধিগত অজ্ঞান আর বাসনারূপী বস্ত্র ভগবান্ উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। এইরূপ প্রভু তখনই করেন, যখন জীব তাঁর হয়। ভগবান বলেছেন যে,

> "ন মায়াবশিত ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
> ভর্জিতা কবথিতা ধানাঃ প্রায়োবীজায় নেষ্যতে॥"

অর্থাৎ যে নিজের বুদ্ধি আমাতে স্থাপিত করেছে, তার ভোগসঙ্কল্প, সাংসারিক বিষয় ভোগের জন্য নয়। সেই সঙ্কল্প মোক্ষদায়ী। যেমন ভাজা ধানের বীজতত্ত্ব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নষ্ট হয়ে যায় আর কখনও অঙ্কুরিত হয় না। এইরূপ যার বুদ্ধি হতে কাম-বাসনার অঙ্কুর সমাপ্ত হয়েছে। সেখানে তো আবার অঙ্কুরিত হতে পারবে না।

অন্তর্দৃষ্টিতে চিরহরণ বিষয়ে কারও মত যে গোপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীগণ তাঁর অংশভূত জীব। জীব পুরুষত্বকে ভুলিয়ে প্রকৃতি হয়েছে। স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীর এই দুটি তার আবরণ শাস্ত্রে একে অপরা ও পরা প্রকৃতি রূপে বলা হয়েছে। এটাই গোপীরূপ জীবের দুটি বস্ত্র। যখন জীব ভগবৎ প্রাপ্তি ইচ্ছায় সাধনা আরম্ভ করেছিলেন, তখন ভগবান কৃপা করে তাদের উক্ত দুটি বস্ত্র চুরি করে নিয়েছিলেন। যাতে জীবের দেহাভিমান নিবৃত্ত হয়ে গেল। আর সে নগ্ন অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ঈশ্বরের সাথে মিলবার অধিকারী হয়ে গেল।

"গোপ্যস্তু শ্রুতয়োজ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যাকাঃ।
দেবকন্যাশ্চঃ রাজেন্দ্র ন মনুষ্যঃ কথঞ্চন॥"

পদ্মপুরাণে গোপীদের নিয়ে উল্লেখ করা যায় যে—

"পুরা মহর্ষয়ো সর্বে দন্ডকারণ্য বাসিনঃ
রামং দৃষ্ট্যা হরিং তত্র ভোক্তমৈচ্ছন সুবিগ্রহম্।
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো ভুক্তা ভর্বাণবাৎ॥"

চন্দ্রমা ভগবানের স্বরূপ তার ১৬ কলা। সেই কলাই ১৬ হাজার গোপী হয়ে রাসমন্ডলে পৌঁছালেন। আর তারা ভগবানের সাথে বিহার করে ছিলেন। স্কন্ধ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে আছে যে—

ষোড়শৈব সহস্ত্রানি গোপস্তত্র সমাগতাঃ।
হংস এব মতঃ কৃষ্ণ পরমাত্মা জনার্দন॥
তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতা।
চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপস্তুতাঃ স্মৃতাঃ॥
সম্পূর্ণ মন্ডলা-তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা।
ষোড়শৈব কল যাস্তু গোপীরূপা বরাননা।
ত্রকৈকশস্তা, সংভিন্নাঃ সহস্ত্রেণ পৃথক্ পৃথক্।

রাসলীলার তিনটি সিদ্ধান্ত—(১) এখানে গোপীদের শরীরের সাথে কিছু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লেনদেন নাই। (২) এতে লৌকিক কাম নাই। এটা সাধারণ স্ত্রী পুরুষের মিলন নাই, জীব আর ঈশ্বরের মিলন।

শুদ্ধ জীবের ব্রহ্মের সাথে বিলাসই রাস। শুদ্ধ জীবের অর্থ—মায়ার আবরণ রহিত জীব। এমন জীবেরই ব্রহ্মের সাথে মিলন।

শুকদেব বলেন যে, এই লীলার চিন্তন করা উচিৎ অনুকরণ নয়। শৃঙ্গার আর করুণ রসে ত ঐক্য সিদ্ধ করা প্রধান রূপে আবশ্যক। পতির বিয়োগে ছট পটানো পত্নীর মত ঈশ্বরের বিয়োগে জীব ছটপটায়, এমন বলাই রাসলীলার হেতু। ঠাকুরজীর বিয়োগে যার কায়া তপ্ত হয় নি, সে তাকে পায় না। সেই আতুরতায় যথার্থ বর্ণন করার জন্যই শৃঙ্গার রসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

কাম আত্মা ও পরমাত্মার নির্লেপ, নির্বিকার মিলন। এই মিলন শ্রীকৃষ্ণের কামবিজয় লীলা।

রাসলীলা কামলীলা নয়। এটা তো কামবিজয় লীলা। কৃষ্ণের কাছে কাম যেতেই পারে না। লৌকিক আভাস হলেও এই ক্রিয়া কাম বিকার রহিত। শ্রীধর স্বামী একে কামবিজয় লীলা বলেছেন।—

ব্রহ্মাদি জয় সংরূঢ় দর্প কন্দর্প দর্পহা
জয়তি শ্রীপতি গোপো রাস মন্ডল মন্ডিতঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ সামান্য দেব নয়, সাক্ষাৎ পরমাত্মা। তিনি নিজের লীলার দ্বারা সকল দেবের পরাভব করেছিলেন। বৎসলীলা ব্রহ্মার গর্ব। অগ্নির গর্ব নষ্ট করেছিলেন। ইন্দ্রের ও গর্ব গোবর্ধনলীলায় শেষ করেছেন।

ব্রহ্মাদির পরাজয়ে কন্দর্প কামদেবের অভিমান জেগে উঠল, তিনি চিন্তা করলেন আমিই বড়। তিনি কৃষ্ণের কাছে গিয়ে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব দিলেন।

রাসলীলার মঙ্গলাচরণে শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, ব্রহ্মাদিদেবের পরাভব হওয়ায় এদিকে কামদেবের গর্ব হল আর তিনি ভগবানের সাথে যুদ্ধ করতে আসলেন। ভগবান তাকেও পরাজিত করলেন। এই রাসলীলা কামের পরাভবের হেতুই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে বিহার করেছিলেন কিন্তু তার মন নির্বিকারী ছিল। শিবের কাছে কাম দহন হয় এবং নাম হয় মদনদহন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে কামের নাম হয় মদনমোহন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীধর স্বামী রাসলীলার পাঁচ অধ্যায়কে পঞ্চ প্রাণের সূচক বলেছেন। পঞ্চ প্রাণের ঈশ্বরের সাথে রমনই রাস। রাস পঞ্চাধ্যায়ী অর্থাৎ দশম স্কন্ধের ২৯-৩৩ অধ্যায় কাম বিজয়ের জন্য—যে শাস্ত্রের দ্বারা আহত হয় না সেই যোদ্ধা ও কামের পুষ্পবাণে ঘায়েল হয়। যে কামকে মারতে পারে, সে কালকে ও মারতে পারে।

শরদ ঋতুর পূর্ণিমার রাত্রিতে—

"ভগবানপি তাঃ রাত্রিঃ শরদোৎফুল্ল মল্লিকা
নিশম্য গীতং বদনং গোবর্ধনং ব্রজস্ত্রিয় কৃষ্ণ গৃহীত মানসঃ।
দুহন্ত্যো হভি যয়ুঃ কাশ্চিদ্ দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
ব্যতস্তবস্ত্রাভরণঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।
লিম্পন্ত্য প্রমৃজন্ত্যোহন্যাঃ"

শ্রীকৃষ্ণ বামাগণের চিত্তবিমোহনকারী মধুর গান করেছিলেন, তা শুনামাত্র ব্রজকামিনীগণ সেই বংশী ধ্বনির অনুসরণ করে ধাবিত হলেন। কোন কামিনী গোদোহন করছিলেন, সে তা ত্যাগ করে সমুৎসুকভাবে চলে গেলেন এবং কেহ চুল্লীতে পায়স উঠিয়েছিলেন, তা না নামিয়ে প্রস্থান করলেন, কেহ খাদ্য পরিবেশন করছিলেন, কেহ কোলের শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন তা ত্যাগ করেই চলে গেলেন, কেহ স্বামীর শুশ্রূষা করছিলেন তা আর চলল না, কেহ ভোজনে বসেছিলেন অন্ন ত্যাগ করেই চললেন। কেহ কেহ অনুলেপন, কেহ কেহ অঙ্গ মর্দন, কেহ কেহ লোচনে অঞ্জন দিচ্ছিলেন, তা সমাপন না করেই ধাবিত হলেন—এক নয়নে কাজল বা এক কর্ণে কুন্ডল শোভা পেল। ব্যস্ততা প্রযুক্ত কাহারো কাহারো বসন-ভূষণ স্থানতঃ ও স্বরূপতঃ বিপর্যয় প্রাপ্ত হল; এই অবস্থায়ই তাঁরা কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হলেন।

পিতা, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিবারণ করলে ও তাঁরা নিবৃত্ত হলেন না, কারণ গোবিন্দ কর্তৃক তাঁদের চিত্ত অপহৃত হয়েছিল।

ভগবান্ গোপীদের স্বাগত জানালেন—

"স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ"।

ভাগবতকার গোপীদের মহাভাগ্যশালী বললেন নারদোক্ত ভক্তিসূত্রে গোপীদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

"যথা ব্রজগোপিকানাম" মহাভাগ্যশালী তাকেই যারা সাংসারিক সুখভোগ আর কালের ভয় ছেড়ে ভগবানের জন্য ব্যাকুল, ঈশ্বরের সাথে মিলনে অতিশয় ব্যাকুল জীব মহাভাগ্য যশালী। এরপর গোপীদের শ্রীভগবানের বিস্তারিত আলাপ হয়। ভগবানের প্রশ্নের উত্তরে গোপীগণ বলেন্ —

"সন্ত্যজ্য সর্ব বিষয়াংস্তরপাদমুলম্।" আমরা সমস্ত শারিরীক ও মানসিক বিষয়ের ত্যাগ করে আপনার চরণে এসেছি, আমাদের উপেক্ষা করবেন না, আর বললেন যে—

"পাদৌ পাদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্ ।
যামঃ কথং ব্রজময়ো করবাম কিংবা॥"

আমাদের পা আপনার চরণ কমল ছেড়ে এক পা যেতে রাজি নয়। আমাদের মন তোমার সাথে মিলে গেছে। আমরা আপনার সাথে একাকার হতে চাই।

গোপীগণ অধরামৃতের প্রার্থনা করলেন। অধরামৃতের বিশিষ্ট অর্থ আছে। পৃথিবীর এক নাম ধরা ধরতি ইতি ধরা। ধরায়াঃ অমৃতং ধরামৃতং। ধরামৃতং ন ভবতি ইতি অধরামৃতম্। পৃথিবী সবাইকে ধারণ করেও পোষণ করে তাই ধরা। পৃথিবীর অমৃত ধরামৃত। যে এই পৃথিবীর নয়, সেই অমৃত অধরামৃত। অধরামৃতের অর্থ প্রেমামৃত, জ্ঞানামৃত। সেই অমৃতের কখনও বিনাশ নাই। সেই প্রেমামৃত জ্ঞানামৃতই। গোপীগণ প্রাণত্যাগ করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপকীর্ত্তি চান না এই নিমিত্তে গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কথোপকথন চলতে থাকে। এরপর গোপীদের বিজয় ভগবান স্বীকার করেন। "তাসাং বাচো জয়ন্তিহি" ভগবানের কখনও পরাজয় সম্ভব নয় কিন্তু ভক্তের কাছে পরাজিত হতে ভাল লাগে, তাই গোপীদের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন।

যদি এই লীলায় কামের হেতু হোতো তাহলে বন্ধ ঘরে হোতো, কিন্তু ইহা খোলা মাঠে লীলা সম্পন্ন হয়েছে। যদি এই লীলায় লৌকিক কদাচার থাকতো তাহলে দেবতারা দেখতে আসতেন না। ব্রজের রাসলীলায় এগার বছরের কম বয়সের ছেলে ও মেয়েদের অংশ নিতে দেখা যায়। কেননা এর উপরের ছেলে মেয়েদের কামবিকার শুরু হতে দেখা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপীদের এই রাসলীলায় রসশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে এখানে রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন বিষয়ালম্বন, ব্রজগোপীরা আশ্রয়ালম্বন। বংশী ধ্বনি উদ্দীপন, বিভাব করপুটে করকমল ধারণ, অনিমেষ নয়নে শ্রীমুখ দর্শন, আলিঙ্গন আদি অনুভাব এবং পুলকিতাঙ্গ সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ।

"আভির্বিধুত শোকাভি ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষ শক্তিভির্যথা॥" ১০।৩২।৩০

ভগবান অচ্যুত বিধুত শোকা গোপীগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হয়ে শক্তিসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত পরমাত্মার ন্যায় সাতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। ব্রজলীলায় হ্লাদিনী শক্তিরই বিকাশ। এই লীলায় রমন অর্থ হ্লাদিনী শক্তি সম্ভোগ। হ্লাদিনীর সার প্রেম, সুতরাং এটা প্রেমলীলা।

ঈশ্বরের কৃপা হলে লৌকিক কাম, রতিপতির নাশ হয়। "তন্নো নিধেহি পঙ্কজমার্তবন্ধো শিরস্তনু চ কিঙ্করীনাম।" পুরুষ তো এক পুরুষোত্তম, আর সব ব্রজনারী। ভগবদ্ দর্শনের অভাবে বিরহ ব্যাকুল, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুনগান করতে আরম্ভ করলেন তাই গোপীগীত—

"জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্রজ"।

হে নাথ তোমার আগমনেই ব্রজভূমি সুশোভিত হলো। ভক্ত সর্বত্র এক ঈশ্বর তোমাকেই খোঁজে "ত্বাং বিচিন্বতে।" বিষজলাপ্যায়াদ ব্যালরাক্ষসাদ বর্ষমারুতাদ্। বৈদ্যুতানলাৎ বৃষভয়াত্মজাদ বিশ্বতোভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ।

তুমি কালিয়নাগ, অঘাসুর, বকাসুর আদি রাক্ষসের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছিলে। আর আজ বিরহাসুর দ্বারা মারতে চললেন। সেই কালিয় নাগের বিষ থেকেও বিরহ বিষ অধিক দাহক মনে করি। এখন আমরা সহ্য করতে পারছি না, দর্শন দাও, দর্শন দাও।

আপনি সবার হৃদয়ের অন্তর্যামী রূপে বিরাজমান নারায়ণ। সবার শরীরধারির হৃদয়ে সাক্ষিভূত।

"ন খলু গোপিকানন্দন.........সাত্বতাং কুলে।"

গোপীগণ বলছেন—হে কাম বিনাশক, আপনি সকল কামনা নষ্ট করতে পারেন।

"ন কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপীগণ কাম সুখের নয়, কাম নাশের ইচ্ছা করেছেন।

"প্রণত দেহিনাং পাপ কর্ষনং॥"

তোমার চরণ সকল প্রণাম কর্তাদের পাপ নষ্ট করে, তাই অধরামৃত দান কর।

"তবকথামৃতং তপ্তজীবনং কভিভিরীডিতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তিতে ভূরিদা জনাঃ॥"

তোমার লীলাকথা অমৃতস্বরূপা, যা শ্রবণ মাত্রে পাপের নাশ করে। এর শ্রবণ মঙ্গল ও আনন্দদায়ী।

"রুরুদু সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শন লালসাঃ।"

কৃষ্ণ দর্শনের ইচ্ছুক গোপীগণ পরিশ্রান্ত হয়ে জোর চিৎকার করে কেঁদে ছিলেন। তখন প্রভু দয়াবান প্রকট হলেন। জীব ক্লান্ত হয়ে কাঁদলে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল ভগবান দর্শন দেন।

দশম স্কন্ধের একত্রিশ অধ্যায়ের গোপীগীতে-উনিশ জন গোপী গান করেছেন। তাদের প্রকার ও বল্লভাচার্য বলেছেন। গোপীগীতে উপসংহার করতে করতে শ্রী বল্লভাচার্য সুবোধিনীতে বলেছেন—

"নহি সাধন সম্পত্যা হরিস্তুষ্যতি কস্যাচিৎ
ভক্তামাং দৈন্যমেবৈকং পরিতোষনসাধনম্।"

ভগবান সাধন সম্পত্তির দ্বারা সন্তুষ্ট আর প্রসন্ন হন না। ভক্তের দীনতা একমাত্র সাধন, যার দ্বারা তাকে প্রসন্ন করা সম্ভব। কৃষ্ণ প্রকট হলেন, সবার আনন্দ হল। ভগবান রামাবতারে হনুমানের কাছে ঋণী। শ্রীরামচন্দ্র বললেন হনুমানজীকে —

"প্রতি উপকার করওঁ কা তোরা। সম্মুখ হোই ন সকে মন মোরা॥"

শ্রী কৃষ্ণ গোপীদের ঋণে ঋণী হয়ে বললেন—

"বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের দৈহিক মিলন হয়নি। গোপীদের পাঞ্চভৌতিক শরীর তো তাদের নিজের নিজের ঘরে ছিল। এখানে তো তাদের সূক্ষ্মদেহের মিলন ছিল, আত্ম মিলন ছিল।

"ব্রজৌকসঃ স্বান দারান্।
স্বপার্শ্বস্থান মন্থনাঃ কৃষ্ণায় ন আসুয়ন্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে রাজন্ পরীক্ষিত ভগবান্ মায়াতে মোহিত ব্রজবাসিগণকে নিজের স্ত্রী নিজের কাছে আছে মনে করলেন, তাই কৃষ্ণকে দোষ দৃষ্টিতে দেখলেন না।

সূক্ষ্ম শরীর সতের তত্ত্বের দ্বারা তৈরী। পাঁচ প্রাণ, পাঁচ জ্ঞান, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। যখন মন মরে তখন সূক্ষ্ম শরীরও মরে, আর ভক্তিরস পাওয়া যায়। শুকদেব স্পষ্টতঃ বললেন যে ভৌতিক দেহ বিলয়ের পশ্চাৎই গোপীদের রাসলীলার লাভ হয়েছিল। এখানে জীবের মনের সাথে পরমাত্মার মিলন।

বর্তমান সময়ে রাসলীলাকে নিয়ে কত মনীষিগণ ও কত কু-তার্কিকগণ নানাপ্রকার অর্থাৎ রসাত্মক, আধ্যাত্মিক রূপক ও লৌকিক ও ব্যবহারিক ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত ভগবৎ প্রেমী ও রাসলীলার অভিজ্ঞ বিদ্বান আচার্য সাধক যেমন আমাদের আচার্য শ্রীচৈতন্য, মধুসূদন, শ্রীধর, শুক সুধী, রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী আদি বর্তমান আচার্যগণ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভোলাগিরি, রামকৃষ্ণদেবপরমহংস, রামদাস কাঠিয়া বাবাজী, স্বামীবিবেকানন্দ, বালানন্দ, ওঙ্কারনাথজী, মা আনন্দময়ীমা, গোপীনাথ কবিরাজ, জগদীশ্বর ঘোষ, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, রসিক বিহারী যোশী, আদি রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করেছেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়ীর রাসলীলায় ভগবানের সাথে যারা ছিলেন তাদের নিয়ে কৃষ্ণোপনিষৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, বিল্বমঙ্গল, পদ্মপুরাণ, স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানদেরও নানামত। বিশেষ করে শ্রী রাধারাণী রাসেশ্বরীর বিষয়ে।

কৃষ্ণোপনিষদে—

"অষ্টাবর্ষসহস্রে দ্বে শতাধিক্যঃ স্ত্রিয়স্তথা।
ঋচোপনিষদস্তা বৈ ব্রহ্মরূপা ঋচঃ স্ত্রিয়ঃ॥"

বেদের ১৬ হাজার ১ শত ৮ ঋচা।

অন্যত্র গর্গসংহিতায়

"এক স্ত্রিংশ দ্বয়স্যাশ্চ তাঃ সুশীলাদয়ঃ ক্রমাৎ।
রাধিকায়া প্রিয়তমা গোপীনাং প্রবরা যযুঃ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"সহচর্যস্তথা গোপ্যো রাধারোমোদ্ভবা নৃপ।"

রাসলীলার রূপ ৩২।১

"তাসামাবিরভুচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথঃ॥"

যত গোপী ছিলেন তত কৃষ্ণ হয়ে গেলেন। এই ছবি মাধুরীর উপরে মন্মথ কামের মন আকর্ষিত হল সে অব্যক্ত রূপে রাসেশ্বরী শ্রীরাধাতে প্রবিষ্ট হলেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়ীতে আছে যে গোপীগণ বনপথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পার্শ্বে কোন রমণীর পদচিহ্ন দেখে বলেছিলেন এর দ্বারা ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছেন। যেহেতু গোবিন্দ তার প্রতি প্রীত হয়ে আমাদিগকে ত্যাগ করে তাকে নিয়ে নিভৃতস্থানে এসেছেন।

"অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"

এই শ্লোকের আরাধিত শব্দ হতে গোস্বামী শাস্ত্রকার ব্যাখ্যা করেন যে ইনিই শ্রীরাধা।

রা ও ধা দুটি অক্ষর —

"রাধেত্যেবং চ সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ।
ধা নির্বানং চ তদ্ধাতী তেন রাধা প্রকীর্ত্তিতা॥

এইভাবে রাধার আলাদা শাস্ত্র নির্মাণ সম্ভব। তারপরও রাসলীলার ব্যাখ্যা অসম্ভব —

"যা রাসরঙ্গে বিনিধায় বাহুং কৃষ্ণাংসয়োঃ প্রেম বিভিন্নচিত্তাঃ।
চক্রুরাশি কৃষ্ণমলং তপস্তদ্বক্তুং ন শক্তোবদনৈঃ ফণীন্দ্রঃ॥"

শ্রীরাধা শুকদেবের গুরু ছিলেন। শুকদেবকে শ্রীরাধা ব্রহ্মসম্বন্ধ করেছেন। শ্রীরাধার কৃপা ছাড়া রাসলীলার গুঢ় তত্ত্ব বোঝা ভার। ভাগবতে শ্রী শব্দ শ্রীশুক ও শ্রীকৃষ্ণের আগে ছিল, অন্য কার সাথে নয় কারণ গুরু শিষ্য একত্রিত, প্রবচন। শ্রীরাধার কৃপা পাত্র শিষ্য শুক, আর কৃষ্ণ হৃদয়ে সুর। তাই শুক শ্রীগুরুর নাম নেন নি, কারণ তিনি সমাধিস্থ হলে রাজা পরীক্ষিতের কি হবে? এইভাবে স্বামীজী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঠাকুরের কথায় বলতেন যে—কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম। এমন কি দর্শন শাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াতে পারে না। কারণ গীতায় সাধক কে ধীরে ধীরে চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গোপীপ্রেম ঈশ্বর রসাস্বাদনের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান, এখানে গুরু শিষ্য, শাস্ত্র উপদেশ, ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার। ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই। সব গিয়েছে, আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা তখন সংসারের আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন। রাসলীলার শব্দজালে না পড়ে তাঁর রহস্য উদঘাটন করে অনুভূতি লাভ করা উচিৎ, অন্যথা শব্দজাল মহারণ্য সদৃশ চিত্তের ভ্রমণের কারণ।

"শব্দজালং মহারণ্যং চিত্ত ভ্রমণ কারণম্।
বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥"

কথামৃতে ঠাকুর গোপীপ্রেম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

আহা সেই প্রেমের যদি একবিন্দু কারু হয়! কি অনুরাগে। কি ভালোবাসা। শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা। এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই, তাকে ভালোবাসতে হবে। তার জন্য ব্যাকুল হতে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর। ভগবান মানুষ হয়ে অবতার হন, একথা বিশ্বাস কর আর না কর তাতে অনুরাগ থাকলেই হল। তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।

যদি পাগল হতে হয় সংসারের জিনিসের জন্য কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

শ্রীচৈতন্য প্রেমভক্তি সম্পর্কে বললেন—

"উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়নে॥
গোবিন্দ বিরহ শূন্য হইল ত্রিভূবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥
আমি কৃষ্ণপদদাসী তোঁহে রস সুখরাশি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আলিঙ্গন করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন জারেন আমার তনুমণ,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ।"

প্রস্তুত পুস্তিকাটি আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী মনীন্দ্র কুমার সরকার বাবুজী ভাগবতের মূল শ্লোকগুলির সহজ সরল ভাবায় দশম স্কন্ধের ১ ও ৩ অধ্যায় দিয়ে শ্রী কৃষ্ণের মর্ত্যভূমিতে আগমনের কারণ দর্শিয়ে তার জীবনের প্রেম সম্পদ ও শ্রেষ্ঠ ব্রজ রসের অর্থাৎ যেই প্রেমরস ভগবানের কাছে এই শরীর কে নিয়ে যায়। ভক্তিই একমাত্র শরীরের শোভা, কারণ তার কৃষ্ণের প্রাকট্যতেই ব্রজের শোভা সেই রাসলীলার রহস্য ২৯ থেকে ৩৩ অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শ্লোকের মূলানুবাদ ও ভাবার্থ ১৬টি ভাগে, শ্রীশুক মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণীর অমৃতরস নিজে একা আস্বাদন না করে সবার জন্য পরিবেশন করেছেন। রাধাকৃষ্ণের এই লীলা দর্শনে প্রাকৃতিক কাম হতে মুক্ত হয়ে জীব অপ্রাকৃতিক গোলকে যাবার জন্য সেই প্রেম প্রাপ্ত করে। তারা দুজন অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণ।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় —

রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

দুর্লভসারে বলেছেন যে —

"প্রকৃতি হইলা কৃষ্ণ পুরুষ আপনি।
বিভিন্ন আকার হইল রমণ কারণে॥
বিলাস কারণ আর সৃষ্টির কারণ।
বিলাসে উপজে প্রেম ভাবের লক্ষণ॥"

গোপীরা ভাগবত রূপ। রাধা আর কৃষ্ণ একই, তাঁরা অভিন্ন। সূর্য আর তার প্রভার মত কৃষ্ণ ও রাধা একই। তারা কখনই বিভক্ত হয় না। এটা তো বিরহলীলা মাত্র। এটা জীব ও শিবের মিলন। জীব ও ঈশ্বরের মিলন।

ছোট শিশু যেমন নির্বিকারভাবে আয়নায় নিজ প্রতিবিম্বিত নিজের ছবির সাথে খেলে, সেরূপ এই লীলাতে আত্মার আত্মার সাথে রমণ জানবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"রমে রমেশো ব্রজ সুন্দরীভিযথার্ভক
স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥"

এই রাসলীলার চিন্তন ও মনন করিয়ে বুদ্ধি স্থির হয়। বুদ্ধি তো চঞ্চলা। পাঁচ বিষয় তার উপর অধিকার জমাতে চায়। বুদ্ধিতো এক ঈশ্বরেই অর্পণ করা উচিৎ। জীবের সত্যকারের আশ্রয়স্থল ঈশ্বরই।

গীতাতেও অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তোমার বুদ্ধি তুমি আমায় দিয়ে দাও। কাম অদৃশ্য—এই অদৃশ্য কামকে মারতে হবে। সে সবার্থকে মারে। ক্রোধ ও লোভ চলে যায়, কিন্তু অনেক অনিষ্টের মূল কাম সহজে যায় না। যার কাম মরেছে, তার সংসার ও মরেছে, সে মুক্ত পুরুষ।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতো হনুশৃণুযাদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণধীরঃ॥"

যে ভক্ত গোপীদের সাথে ভগবানের এই বিশিষ্ট রাসলীলার কথা শ্রদ্ধা ভক্তিতে শ্রবণ করে বা বর্ণন করে, সে ভগবানে পরা প্রেম লক্ষণা ভক্তি প্রাপ্ত করে, হৃদ্রোগ সহ কাম সমূল নাশ করে ফেলতে পারে। আর কালান্তরে সে এই রাসলীলার অধিকারী হয়ে দিব্য সুখের অনুভূতি লাভ করতে পারে।

মনীন্দ্রবাবুর এই সুন্দর প্রয়াস বর্তমানে অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল জীবের জীবনে এক অভূতপূর্ব প্রেমানন্দ ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবে।

আমি শ্রীশুকদেব ও তাঁর ইষ্ট গুরু শ্রীরাধার চরণে বারংবার এই প্রার্থনা জানাই। কারণ শ্রীরাধার কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণকৃপা অসম্ভব। এর ত্রুটি বিচ্যুতি আগামী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব।

ড. বৃন্দাবনবিহারী দাস (মহন্ত)
কাঠিয়াবাবার আশ্রম, সুখচর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস ॥

কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥
ইহোঁ ত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণুধর তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥
(শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো
দীনবন্ধো জগৎপতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত
রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

পূর্বকথা

(ক)

অবতীর্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ॥
(১০/১/৩)

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন ঃ হে মুনি শ্রেষ্ঠ ! ভগবান ভূতভাবন সর্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে সকল কর্ম করেছিলেন তৎসমুদয় আমাদের নিকট সবিস্তারে বলুন।

মহাকবি শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নরদেহধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাসম্বলিত মহান কাব্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করে নিজপুত্র পরম ভাগবত শ্রী শুকদেবকে তা প্রচারের ভার দিয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজ পরীক্ষিৎকে পরমার্থ লাভের উপায় স্বরূপ এই মহতী ভাগবতী কথা শুনিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে মহারাজের জানার আগ্রহ দেখে গোস্বামীপাদ তাঁকে বললেন ঃ

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ॥
(১০/১/১৫)

হে রাজর্ষিবর ! বাসুদেব কথায় আপনি একান্ত অনুরাগী হয়েছেন; অতএব আপনার বুদ্ধি অবশ্যই কৃতনিশ্চয় হয়েছে।

মহামুনি পুনরায় বললেন ঃ

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদ সলিলং যথা॥
(১০/১/১৬)

বিষ্ণুপাদ সম্ভূতা গঙ্গা যেমন স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল — এই লোক ত্রয়কে পবিত্র করে, কৃষ্ণকথাও তেমনি বক্তা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতা সকল স্ত্রী-পুরুষকে পরিশুদ্ধ করে থাকে।

অতঃপর মহর্ষি ভগবানের নরদেহ ধারণের কারণ এবং নরদেহ ধারণ করে তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেছেন, তৎ সমুদয় একে একে বর্ণনা করে রাজাকে শোনালেন।

শ্রী শুক উবাচ ঃ

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥
(১০/১/১৭)

শ্রী শুকদেব বললেন ঃ

দর্পিত রাজরূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনার ভারে পীড়িতা হয়ে পৃথিবী ব্রহ্মার শরণাগত হলেন।

একালে পৃথিবী অশ্রুমুখী গাভীরূপ ধারণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে রোদন করতে করতে নিজ দুঃখের কথা ব্রহ্মাকে নিবেদন করলেন।

ব্রহ্মা সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে মহাদেব, দেবগণ ও গাভীরূপা পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে উপনীত হলেন —

ব্রহ্মা তদুপধার্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥
(১০/১/১৯)

সমুদ্রতটে এসে ব্রহ্মা সমাহিত চিত্তে বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে দেব দেব সর্বক্লেশহর জগন্নাথ পরম পুরুষের উপাসনা করতে লাগলেন। একসময় তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে দৈববাণী শ্রবণ করে দেবগণের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ হে দেবগণ! ভূ-ভার হরণের নিমিত্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর পরম কারণ ধরাতলে প্রকট হবেন। যতকাল তিনি মর্তলোকে অবস্থান করবেন ততকাল তাঁর কার্যে সহায়তা দানের জন্য তোমরাও নিজ নিজ অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ কর।

ব্রহ্মা আরও বললেন ঃ

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥
(১০/১/২৩)

ভগবান পরম পুরুষ স্বয়ং বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর প্রীতি সাধনের জন্য দেব-পত্নীগণও মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(খ)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস॥
(চৈতন্য চরিতামৃত)

রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারগণ, কেউ পরমেশ্বরের অংশ, কেউ বা তাঁর বিভূতি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

এই 'স্বয়ং ভগবান' শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে শৃঙ্খলিত বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মলগ্ন থেকেই লীলাময় ভগবানের অচিন্ত্য লীলার শুরু। তিনি মানবী দেবকীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি ধারণ করে।

মহাত্মা বসুদেব নিজ পুত্রকে দেখলেন—পদ্মনেত্র, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মহস্ত, শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত, গলদেশে কৌস্তুভমণি, পীতবসন, নবজলধরতনু, মহামূল্য বৈদূর্য্য মুকুট ও কুণ্ডল প্রভায় কেশরাশি দীপ্যমান, উৎকৃষ্ট কাঞ্চী, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারে সুশোভিত এক অদ্ভুত বালক। তিনি পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানে পুত্রের স্তব করতে লাগলেন ঃ

বিদিতোহসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্॥
(১০/৩/১৩)

ভগবন্! আপনাকে প্রত্যক্ষরূপে জেনেছি যে আপনি প্রকৃতির পর পরম পুরুষ। আপনি কেবল বুদ্ধি ও আনন্দ স্বরূপ এবং সর্বান্তর্যামী।

জননী দেবকীও পুত্রকে ঐ মূর্তিতে দেখে একই সঙ্গে অভিভূত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেই বললেন ঃ

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥
(১০/৩/২৯)

হে মধুসূদন! আমাতে আপনার জন্ম হল, এ যেন ঐ পাপিষ্ঠ কংস জানতে না পারে। কংস হতে আপনার বিপদ আশঙ্কা করে আমি ভয় পাচ্ছি, আমার চিত্ত অধীর হয়ে পড়ছে।

সন্ত্রস্তা দেবকী কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন ঃ হে বিশ্বরূপ! আপনার এই অলৌকিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভিত চতুর্ভুজরূপ উপসংহার করুন —

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ অদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥
(১০/৩/৩০)

(গ)

জননী দেবকীর এই ভয়বিহ্বলতা লক্ষ্য করে শ্রীভগবান তাঁকে পূর্ব দুই জন্মের কথা স্মরণ করাতে বললেন ঃ

ত্বমেব পূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ॥
(১০/৩/৩২)

হে সতি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রথম জন্মে তুমিই পৃশ্নি ছিলে এবং এই নিষ্পাপ বসুদেব ছিলেন সুতপা নামে প্রজাপতি।

সে সময় ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টির জন্য তোমরা কঠোর তপস্যা করেছিলে। তোমাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আমি এই চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখা দিয়ে বলেছিলাম ঃ ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর। তোমরা তখন আমার ন্যায় পুত্র প্রার্থনা করেছিলে এবং আমিও ঐ বর প্রদান করেছিলাম। কিন্তু, হে দেবি! আমার তুল্য অন্য কোন ব্যক্তি না থাকায় আমি নিজেই তোমাদের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করি এবং আমার নাম হয় পৃশ্নিগর্ভ ঃ অহং সুতো বামভবৎ পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ। (১০/৩/৪১)।

হে সতি! দ্বিতীয় জন্মে তোমরা দুজন ছিলে অদিতি ও কশ্যপ এবং আমি ছিলাম উপেন্দ্র নামে তোমাদের পুত্র। খর্বাকৃতি হওয়ায় আমি বামন নামেও পরিচিত ছিলাম ঃ উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ। (১০/৩/৪২)।

এই তৃতীয় জন্মেও আবার তোমাদেরই পুত্র হয়ে জন্ম নিলাম। পূর্ব দুই জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই এই চতুর্ভুজ, মূর্তিতে তোমাদের দেখা দিয়েছি ঃ এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে। (১০/৩/৪৪)।

হে দেবি! তোমরা দুজনে আমার প্রতি স্নেহ করে পুত্রভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে একবারমাত্র চিন্তা করলেই আমার পরাগতি প্রাপ্ত হবে ঃ

চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্। (১০/৩/৪৫)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুকদেব বললেন : হে রাজন! ভগবান হরি একথা বলে নীরব হলেন এবং পিতামাতার সেই রূপদর্শন কালেই সহসা নিজ মায়ায় প্রাকৃত শিশু হয়ে গেলেন —

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভুব প্রাকৃতঃ শিশুঃ।।
(১০/৩/৪৬)

এর পরের ঘটনা হল দৈবাদেশে বসুদেব সদ্যোজাত পুত্রকে যমুনার অপর পারে অবস্থিত গোকুলে নন্দগোপের গৃহে রেখে এলেন এবং ভগবান শ্রীহরি নন্দ-যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। এই নন্দ-যশোদা পূর্বজন্মে ছিলেন দ্রোণ ও ধরা এবং ভগবানকে পুত্র রূপে পাওয়ার কামনা করেছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেই তাঁদের পুত্রত্ব স্বীকার করলেন।

(ঘ)

শ্রীভগবানের অবতারের প্রধান কারণ ছিল দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করে সাধুগণের পরিত্রাণ। নন্দসুত কৃষ্ণরূপে ভগবান সে কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন অতি শৈশবকালে। বালঘাতিনী পূতনা-বধের মাধ্যমেই তাঁর এই দুষ্কর কর্মের সূচনা। এরপর নিজে নিধন করেছেন একে একে শকট, তৃণাবর্ত, বৎস, বক, অঘ প্রভৃতি দুরন্ত অসুরকে এবং অগ্রজ বলরামকে দিয়ে বধ করিয়েছেন ধেনুক ও প্রলম্ব নামে অপর দুই দুর্ধর্ষ দানবকে।

বালক শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্মকাণ্ডও ছিল অনেক। জননী যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, আবার তাঁরই হাতে দামবন্ধন স্বীকার করেছেন, দুই বিশাল অর্জুন বৃক্ষকে উৎপাটিত করে মহর্ষি নারদের অভিশাপে বৃক্ষদেহ প্রাপ্ত দুই কুবের নন্দন নলকূবর ও মণিগ্রীবকে অভিশাপ মুক্ত করেছেন, দুষ্ট কালিয় সর্পকে দমন ও বিতাড়িত করে যমুনার জলকে বিষমুক্ত করেছেন, গভীর রজনীতে এক সর্বগ্রাসী দাবানল থেকে গোপ, গোপী ও গো-কুলকে রক্ষা করেছেন এবং সপ্ত অহোরাত্র বাম করে গিরি গোবর্ধন ধারণ করে সমগ্র ব্রজপুরবাসী নরনারী ও গৃহপালিত পশুদের দেবরাজ ইন্দ্রের রোষে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ করেছেন।

একালে বালক কৃষ্ণের আর একটি কাজও ছিল অতি চমকপ্রদ। গোপ কন্যাগণ একমাস ধরে দেবী কাত্যায়নীর ব্রত পালন করছিল। দেবীর নিকট তাদের একমাত্র প্রার্থনা ছিল — নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের পতি করে দিন। তাদের প্রার্থনা মন্ত্র ছিল :

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ।।
(১০/২২/৪)

হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! আপনি অনুগ্রহ করে নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি করুন, আপনাকে নমস্কার করি।

করুণাময় ভগবান গোপবালাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু তার পূর্বে দেখতে হবে ভগবানকে পতিরূপে লাভ করার যোগ্যতা এই কুমারীগণ অর্জন করেছে কি না। লজ্জা নিন্দা ভয় প্রভৃতি অষ্ট পাশমুক্ত হতে না পারলে ভগবান লাভ হয় না। কুল কুমারীদের প্রধান পাশ লজ্জা। শ্রীকৃষ্ণ সুকৌশলে তাদের এই লজ্জা-পাশ ছেদন করলেন।

একদা গোপবালাগণ তীরে বস্ত্র ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে যমুনায় অবতরণ করলে শ্রীকৃষ্ণ ছল করে তাদের বস্ত্রগুলি হরণ করলেন এবং তারা সর্বতোভাবে লজ্জাত্যাগে সমর্থ হলে ও তাঁকে সর্বসমর্পণ করলে তিনি তাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দিলেন। এই অপাপবিদ্ধ কুলকন্যাদের পরিশুদ্ধ প্রেম ও তাঁর প্রতি একান্ত নিষ্ঠায় প্রীত হয়ে তিনি তাদের বললেন ঃ

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্যার্চনং সতীঃ।।
(১০/২২/২৭)

হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হয়েছ, এখন ব্রজে গমন কর। যে উদ্দেশ্যে তোমরা ব্রতপালন ও কাত্যায়নীর অর্চনা করেছ, তোমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হবে। আগামী রাত্রিসমূহে তোমরা আমার সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছিল ব্রজগোপীগণের সঙ্গে তাঁর রাসক্রীড়া অনুষ্ঠানের দ্বারা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

(এক)

শ্রী শুক উবাচ ঃ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥
(১০/২৯/১)

শ্রীশুকদেব বললেন ঃ হে রাজন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন মল্লিকা ফুলে সুশোভিত সেই রাত্রিসকল দর্শন করে যোগমায়া সহায়ে ক্রীড়া করতে মনস্থ করলেন।

আত্মারাম ভগবানের মনেও ক্রীড়া করার বাসনা উদয় হল। প্রাকৃতিক পরিবেশও ছিল ক্রীড়ার অনুকূল। শরতের রাত্রি । আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়। তার কিরণ ছটায় চরাচর প্লাবিত। বনরাজী কুসুম শোভিত। কুসুমগন্ধবাহী সমীরণ ধীরে প্রবাহিত। অলিকুল উন্মত্ত। তাদের কলগুঞ্জনে আকাশ মুখরিত।

এই প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা করে শুকদেব গোস্বামী বললেন ঃ বহুকাল পরে আগত পতি যেমন প্রিয়ার মুখমণ্ডল কুঙ্কুমের দ্বারা রঞ্জিত করেন, নক্ষত্রপতি চন্দ্রদেবও সেই সময়ে পরম সুখপ্রদ কিরণজালে পূর্ব-দিগ্বধূর বদন অরুণিত করে দর্শকগণের সন্তাপ মোচন করতে করতে উদিত হলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নতুন কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণ বর্ণ, অখণ্ড মণ্ডল, কুমুদ ফুলের বিকাশকারী এবং কমলার মুখতুল্য শ্রীমণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র ও তাঁর কিরণ মালায় সুরঞ্জিত বনস্থলী দর্শন করে সুনয়না ব্রজগোপীগণের মনোহর অব্যক্ত মধুর বংশীনাদ করলেন ঃ

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥
(১০/২৯/৩)

শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করলেন এবং কামবর্ধক সেই সঙ্গীত কৃষ্ণগৃহীতচিত্ত গোপীগণের শ্রবণের পথে মরমে প্রবেশ করল। তাঁরা তন্মুহূর্তে একে অন্যের অলক্ষিতে এবং অপরকে নিজ উদ্যম না জানিয়ে যে স্থানে প্রিয় অবস্থান করছেন, সে স্থানে দ্রুত ছুটে গেলেন। দ্রুত ধাবনের ফলে তাঁদের কর্ণকুণ্ডলগুলি আন্দোলিত হচ্ছিল ঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥
(১০/২৯/৪)

ব্রজ গোপীগণ ছিল 'কৃষ্ণ গৃহীত মানসাঃ'—তাঁদের মন ছিল শ্রীকৃষ্ণের অধিকারে। তাঁর আকর্ষণ ছিল অমোঘ। সেই অনিবার্য আকর্ষণে তাঁরা লাজ-ভয়-মান সব পরিহার করে উদ্বেলিত চিত্তে প্রিয় মিলনে এসেছেন। পথ ছিল দীর্ঘ ও অজানা। এই দীর্ঘ অজানা পথে একা একা এলেও কেউ বিন্দুমাত্র ভয় পাননি এবং দিকভুলও কারও হয়নি।

গোপীদের কর্মব্যস্ত জীবন। সকলেই তখন কোন না কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সঙ্গীত শোনামাত্র সর্ব কর্ম ত্যাগ হয়ে গেল। কেউ গোদোহন করছিলেন, তিনি দোহন বন্ধ রেখে ছুটলেন। কেউ দুগ্ধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি দুগ্ধের পাত্রটি চুল্লীর উপরে রেখেই চলে গেলেন। কোন রমণী স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতিকে অন্নপরিবেশনে রত ছিলেন, কেউ বা দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুগ্ধপান করাচ্ছিলেন, কেউ স্বামী সেবা করছিলেন, আবার কেউ সবেমাত্র আহারে বসেছিলেন; কিন্তু হায়! এঁরা কেউই আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করার অবকাশ পেলেন না, সকলে সব ছেড়ে আকুল হয়ে ছুটে এলেন কান্ত সকাশে!

কয়েকজন গোপী গৃহকর্ম শেষে প্রসাধনে মন দিয়েছিলেন। কেউ গাত্র মার্জনা করছিলেন, কেউ গায়ে অঙ্গরাগ লেপন করছিলেন, কেউ নয়নে অঞ্জন পরছিলেন। এঁরাও বাঁশি শুনেই সব ভুলে ছুটে গেলেন। অতি ব্যস্ততা হেতু তাঁদের বসন-ভূষণ বিন্যাসে যে ওলট-পালট ঘটে গেছে, সে দিকেও কারও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না।

মহামুনি শুকদেব বললেন ঃ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সব কৃষ্ণপ্রেমে অধীরা গোপ-ললনাদের পিতা, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ তাঁদের পুনঃ পুনঃ বারণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নিবৃত্ত হননি, কেন না শ্রীগোবিন্দ তাঁদের মন হরণ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর প্রেমে মোহিত হয়েছিলেন—

তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ॥
(১০/২৯/৮)

কয়েকজন গোপবধূ গৃহের অভ্যন্তরে কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁদের কর্ণেও কান্তের সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ করেছিল এবং তাঁরাও অধীর হয়ে গৃহত্যাগের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সফল হয় নি। পতিগণ বলপূর্বক তাঁদের গৃহবন্দী করে রাখলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন কৃষ্ণভাবে ভাবিত এই গোপাঙ্গনাগণ চক্ষু নিমীলিত করে তাঁরই ধ্যানে মগ্ন হলেন — কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ।

প্রিয়তমের বিরহজনিত দুঃসহ তীব্রতাপে এই সকল গোপীর সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়েছিল ঃ দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ। অন্যদিকে ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে যে সুখানুভূতি হল, তার দ্বারা তাঁদের সকল শুভেরও ক্ষয় হল ঃ ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।

অতঃপর মহামুনি শুকদেব বললেন ঃ

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।।

(১০/২৯/১১)

হে রাজন্! এ সকল গোপীদের যদিও শ্রীকৃষ্ণে উপপতি বোধ ছিল, তথাপি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁদের অশেষ কর্মবন্ধন ক্ষয় হয়েছিল এবং তাঁরা গুণময় (পাঞ্চভৌতিক) দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

(দুই)

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ ঃ

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্।।

(১০/২৯/১২)

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে মুনিবর! শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ পরমাত্মা হলেও গোপীগণ তাঁকে পরম কান্ত বলেই জানতেন, তিনি যে পরমব্রহ্ম এ বোধ তাঁদের ছিল না। এ অবস্থায় গুণবিষয়ে আসক্তবুদ্ধি গোপীদের কিরূপে সংসার-নিবৃত্তি হল?

রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে শুকদেব বললেন ঃ

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ।।

(১০/২৯/১৩)

হে মহারাজ! একথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে ভগবান হৃষীকেশকে বিদ্বেষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেও চেদিপতি শিশুপাল সিদ্ধিলাভ করেছিল। সে ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া গোপীগণ যে সিদ্ধিলাভ করবে এতে আশ্চর্য কি আছে?

হে রাজন! কেবল মাত্র মানব-কল্যাণ সাধনের জন্যই ভগবানের দেহ ধারণ। বস্তুতঃ তিনি অব্যয়, অপ্রমেয়, গুণাতীত ও গুণ-নিয়ন্তা। অতএব তাঁকে অন্য দেহধারীর মত মনে করা ভুল। নানা উপায়ে ভগবানকে লাভ করা যায়। কামে, ক্রোধে, ভয়ে, স্নেহে,ঐক্যে, ভক্তিতে বা কোন সম্বন্ধ পাতিয়ে যে কোনো একটি দ্বারাই চিত্ত যার অচ্যুত-ভাবনায় নিবিষ্ট, তারই তন্ময়ত্ব লাভ হয় ঃ

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥
(১০/২৯/১৫)

অতএব, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এজন্য তুমি জন্মরহিত ভগবান যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করো না। জীবের কথা কি? স্থাবরাদিও তাঁর নিকট মুক্তি লাভ করে ঃ

ন চৈবং বিস্ময়ং কার্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥
(১০/২৯/১৬)

(তিন)

পরিমল পিপাসু অলিকুল যেমন বাতাসে পুষ্প গন্ধ পেয়ে পুষ্পবনে ছুটে আসে, গোপবধূগণও তেমনি শ্রীগোবিন্দের মনোহর গীত শ্রবণ করে তাঁর সঙ্গ-সুখ লাভের জন্য ছুটে এসেছেন। অথবা বলা যায় সমুদ্রের সঙ্গে মিলন-আশায় নদী যেমন 'আপন বেগে' 'পাগল পারা' হয়ে সঙ্গম স্থলে এসে উপনীত হয়, ব্রজগোপীগণও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-মিলন হেতু তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র যমুনাতটে এসে উপস্থিত হলেন। "কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ" গোপীগণের এ ভিন্ন উপায়ও ছিল না।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গোপীদের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যাশিত আচরণ করলেন না। এ প্রসঙ্গে ব্যাসদেব-পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন ঃ

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥
(১০/২৯/১৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাগ্মী শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীগণকে সম্মুখে উপনীত দেখে বাক্-চাতুর্যে তাঁদের বিমোহিত করে বললেন ঃ

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ! প্রিয়ং কিং করবানি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্॥
(১০/২৯/১৮)

হে মহাভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের সুখে আগমন হয়েছে ত? আমি তোমাদের কি প্রিয় কার্য সাধন করব? ব্রজভূমির মঙ্গল ত? এ অসময়ে এখানে আগমনের কারণ কি বল।

হে সুমধ্যমা সুন্দরীগণ! এই রজনী অতি ভয়ঙ্করী এবং ভীষণ হিংস্র জন্তু - সমাকুলা —রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা। তোমরা শীঘ্র ব্রজে ফিরে যাও, এখন স্ত্রীলোকদের এখানে থাকা উচিত নয় ঃ প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ।

হে কুলকামিনীগণ! তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ তোমাদের না দেখে অনুসন্ধান করছে, তোমরা বান্ধবদের অযথা ভীত করো না ঃ

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥
(১০/২৯/২০)

দয়িত শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে এ ধরণের বিরূপ আচরণ গোপীগণ আদৌ আশা করেননি। তাই তাঁরা ঈষৎ প্রণয় কুপিত হয়ে দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ করলেন। চতুর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের একাজেরও ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ হে সুন্দরীগণ! যদি তোমরা এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে পূর্ণচন্দ্রকিরণে রঞ্জিত এবং যমুনা জলস্পর্শে সুশীতল বায়ুপ্রবাহে কম্পমান তরুপল্লবে সুশোভিত বনরাজি দর্শনে এসে থাক, তবে আশা করি এতক্ষণে অবশ্যই তা তোমাদের দেখা হয়েছে। অতএব আর বৃথা কাল হরণ না করে ব্রজে গমন কর।

হে সাধ্বীগণ! তোমরা শীঘ্র ঘরে গিয়ে পতিগণের সেবা কর, গোবৎস ও শিশুগণ রোদন করছে, তাদের দুগ্ধপান করাও আর এখন গাভীদের দোহনের সময় হয়েছে, গিয়ে দুগ্ধ দোহন কর ঃ

তদ্ যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥
(১০/২৯/২২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর যদি এমন হয় যে আমার প্রতি অনুরাগবশতঃ তোমরা গৃহাদি ছেড়ে এসেছ, তাতেও তোমাদের কিছুমাত্র দোষ হয়নি; কারণ সকল প্রাণীই আমাতে প্রীতি করে থাকে ঃ **প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ।**

হে কল্যাণীগণ! অকপটভাবে স্বামী ও তার বন্ধুবর্গের সেবা এবং সন্তানদের লালন-পালন করাই স্ত্রীলোকের পরমধর্ম ঃ

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ! প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥
(১০/২৯/২৪)

রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ এক একটি নীতি বাক্য শোনাচ্ছেন আর লক্ষ্য করছেন যে গোপীদের প্রণয়কোপের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথাপি তিনি বিরত হলেন না, পুনরায় বললেন ঃ

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥
(১০/২৯/২৫)

হে সতীগণ! স্বামী দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, কর্মশক্তিহীন, রোগগ্রস্ত অথবা নির্ধন হলেও যদি পাপাচারী না হন, তবে ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কুল স্ত্রীগণ তাঁকে কদাপি ত্যাগ করবে না।

তাছাড়া, কুলনারীদের উপপতি-ভজন স্বর্গলাভের অন্তরায়, অখ্যাতিকর, নিতান্ত অসার, দুঃখদায়ক, ভয়াবহ ও সর্বত্র অতি নিন্দনীয় ঃ

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥
(১০/২৯/২৬)

আরও দেখ, আমার নাম শ্রবণে, আমাকে দর্শনে, আমার ধ্যানে ও গুণকীর্তনে যত সহজে আমার প্রতি ভক্তির উদয় হয়, সর্বদা আমার অতি কাছে থেকে তা হয় না। অতএব তোমরা গৃহে প্রতিগমন কর ঃ

শ্রবনাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাম্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহম্ ॥
(১০/২৯/২৭)

(চার)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রী শুক উবাচ ঃ

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্॥
(১০/২৯/২৮)

শ্রীশুকদেব বললেন ঃ শ্রীগোবিন্দের মুখে এপ্রকার অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে গোপীগণ বিষাদগ্রস্ত, হতাশ ও দুর্নিবার চিন্তায় মগ্ন হলেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দয় ব্যবহারে গোপীদের মন ভেঙ্গে গেল। প্রবল শোকাবেগে তাঁদের নিঃশ্বাস দ্রুত এবং বিম্বাধর বিশুষ্ক হল। তাঁরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নতমুখী হয়ে পদনখে মৃত্তিকা খনন ও অঞ্জনলিপ্ত অশ্রুধারায় কুচকুঙ্কুম বিধৌত করতে লাগলেন। সুগভীর মর্মবেদনায় তাঁদের বাক্ অবরুদ্ধ হল।

কৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ গোপীগণ তাঁর জন্য সব কামনা ত্যাগ করেছিলেন ঃ তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ। এক্ষণে রোরুদ্যমানা সেই গোপীগণ অন্ধপ্রায় নেত্রদ্বয় মার্জনা করতে করতে কোপাবেশে অপ্রিয় ভাষী কৃষ্ণকে গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন ঃ

নৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ! মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥
(১০/২৯/৩১)

হে বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা আপনার উচিত হয়না। আমরা সকল বিষয় ত্যাগ করে আপনার পাদমূল আশ্রয় করেছি। আমরা আপনার ভক্ত। আদিপুরুষ দেব যেমন মুক্তিকামীদের গ্রহণ করেন, হে মুক্তপুরুষ! আপনিও তদ্রূপ আমাদের ত্যাগ না করে গ্রহণ করুন।

হে প্রভো! ধর্মবেত্তা আপনি বলেছেন পতি, পুত্র ও সুহৃদগণের সেবাই স্ত্রীলোকের নিত্য ধর্ম ঃ **পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ! স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।** আপনি উপদেষ্টা ঈশ্বর, আপনার সেবাতেই তা সিদ্ধ হোক। কারণ আপনি সকল দেহধারীর প্রিয়তম, বন্ধু ও আত্মা ঃ **প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।**

হে আত্মন্! পণ্ডিতগণ নিত্যপ্রিয় আপনাতেই প্রেম করে থাকেন। পতি-পুত্রাদি কেবল পীড়াদায়ক, সে সকলে কি হবে? অতএব হে বরদ! হে ঈশ্বর! হে কমলাক্ষ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, আমরা বহুকাল হতে আপনাতে যে আশা পোষণ করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আসছি, তা ছিন্ন করবেন না ঃ

তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর ! মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র !
(১০/২৯/৩৩)

হে ভগবন্ ! আপনি আমাদের গৃহে ফিরে গিয়ে গৃহকর্মে মন দিতে আদেশ করছেন। আমরা কিন্তু আদেশ পালনে অসমর্থ; কেন না, আমরা যে মন নিয়ে এ যাবৎ সুখে সংসার-ধর্ম পালন করছিলাম, তা আপনি হরণ করে নিয়েছেন। আমাদের যে দুটি হাত সর্বদা গৃহকর্মে রত ছিল, তারাও আর আমাদের বশে নেই। আর আমাদের পদদ্বয় আপনার পদাশ্রয় ছেড়ে একপদ দূরে যেতেও অক্ষম। সুতরাং আমরা ব্রজে যাব কেমন করে ? এবং সেখানে গিয়েও বা কি করব ? -

পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ যামঃ কথং ব্রজমথো করবাব কিং বা।
(১০/২৯/৩৪)

হে প্রিয়তম ! আপনি সহাস দৃষ্টি ও সুমধুর গীতরবে আমাদের চিত্তে যে মদন-বহ্নি প্রজ্বলিত করেছেন, অধর-সুধা সিঞ্চনে তা নির্বাপিত করুন। নচেৎ, হে সখে ! বিরহানলে দগ্ধদেহ হয়ে আমরা ধ্যানযোগে আপনার পাদমূল প্রাপ্ত হব ঃ

সিঞ্চাঙ্গ ! নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥
(১০/২৯/৩৫)

যদি বলেন, তোমরা কুলবধূ, তোমাদের পতিগণই তোমাদের চিত্তবহ্নি নির্বাপিত করবেন, তবে, হে কমলনয়ন ! আমাদের উত্তর এই — আপনার যে পদতল স্পর্শ করে দেবী কমলাও আনন্দলাভ করেন এবং ব্রজবাসীগণও প্রীত হন, আমরা একবার যখন সেই চরণ-স্পর্শ লাভ করে আনন্দিত হয়েছি, তখন আর অন্যের সান্নিধ্যে থাকতে আমাদের রতি হয় না।

হে প্রিয় ! যে কমলার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণকে সতত প্রয়াস করতে দেখা যায়, সেই কমলা আপনার অঙ্কশায়িনী হয়েও সপত্নী তুলসীর সহিত মিলিত ভাবে আপনার দাসগণ সেবিত পদরজ নিয়ত কামনা করে থাকেন। আমরাও তাঁরই মত আপনার পদরজ প্রার্থী হলাম — **তদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ।**

অতএব হে দুঃখহারিন্ ! আপনাকে ভজনের আশা নিয়েই আমরা গৃহত্যাগ করে আপনার পাদমূলে সমবেত হয়েছি, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। হে পুরুষ-ভূষণ ! আপনার সুন্দর হাসিযুক্ত কটাক্ষে চিত্ত আমাদের তীব্র কামনা সন্তপ্ত। আপনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাদের দাস্য প্রদান করুন ঃ

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন! তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্তদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ! দেহি দাস্যম্ ॥

(১০/২৯/৩৮)

হে চিরসুন্দর! মনোহর চূর্ণকুন্তলে আবৃত আপনার বদন, উজ্জ্বল কুণ্ডল প্রভায় দীপ্যমান দুই গণ্ডস্থল, সুধানিস্যন্দী অধর, সহাস দৃষ্টিভরা দুটি নয়ন, অভয়প্রদ ভুজদ্বয় এবং লক্ষ্মী দেবীর একমাত্র আনন্দ দায়ক বক্ষঃস্থল দর্শন করে আমরা আপনার দাসী হয়েছি ঃ

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥

(১০/২৯/৩৯)

হে প্রিয়তম! ত্রিভুবনে এমন কোন্ নারী আছে যে আপনার সুমধুর পদসম্বলিত বেণুগীত শ্রবণে মোহিত হয়ে সৎপথ হতে বিচ্যুত না হয়?—

কা স্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদায়তবেণুগীতসম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।

(১০/২৯/৪০)

আপনার বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন ও গীত শ্রবণ করে গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগ-কুলেরও মনে পুলক সঞ্চার হয়।

আদিপুরুষ দেব যেমন দেবলোক রক্ষার জন্য দেহধারণ করেছিলেন, আপনিও সেরূপ ব্রজবাসীগণের ভয় ও দুঃখহারী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব হে আর্তবন্ধো! আপনি কৃপা করে আমাদের উত্তপ্ত স্তন যুগে ও মস্তকে আপনার করকমল স্থাপন করুন। হে প্রভো আমরা আপনার কিঙ্করী ঃ

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোঽভিজাতো দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো! তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥

(১০/২৯/৪১)

(পাঁচ)

শ্রী শুক উবাচ ঃ

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥

(১০/২৯/৪২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রী শুকদেব বললেন ঃ হে মহারাজ! গোপীগণের এতাদৃশ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করে মহাযোগীগণেরও অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হয়েও সহাস্যে সদয় হয়ে তাঁদের ক্রীড়া করালেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের গ্রহণ করায় গোপীগণের বিমর্ষভাব দূর হয়ে তাঁদের বদন-মণ্ডল শ্রীমণ্ডিত হয়েছিল। অন্য দিকে উদার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণেরও মধুর হাসি ও শুভ্র দন্তরাজি হতে কুন্দকুসুমের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কাজেই প্রিয়দর্শন শ্রীকৃষ্ণ ফুল্লাননা গোপসুন্দরীগণে পরিবৃত হয়ে নক্ষত্র বেষ্টিত শশধরের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন ঃ ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ।

চিরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সেই শতসংখ্যক গোপরমণী মধ্যে যূথপতি হয়ে কখনও নিজে গান গাইলেন, কখনও গোপী কণ্ঠের গান শুনলেন, কখনও বা বৈজয়ন্তী মালা গলে পরে বনভূমি আলোকিত করে বিচরণ করলেন ঃ

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বণিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্॥
(১০/২৯/৪৪)

চন্দ্রকরবিধৌত যমুনাপুলিন ছিল শীতল বালুকারাশিতে পূর্ণ এবং পুষ্পগন্ধবাহী সমীরণ তখন ধীরে প্রবাহিত হচ্ছিল। এ হেন মনোরম পুলিন প্রদেশে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ বাহুপ্রসারণে ও আলিঙ্গনে এবং হস্ত, চূর্ণকুন্তল, উরু, নীবী ও স্তনাদি স্পর্শ করতঃ নম্র নখরাঘাত, লীলাময় কটাক্ষপাত ও চটুল হাস্য দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের কামভাব উদ্দীপিত করে তাঁদের দিয়ে ক্রীড়া করালেন।

এভাবে, হে রাজন্! মহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট হতে প্রভূত মান প্রাপ্ত হয়ে ব্রজরমণীগণ অত্যন্ত মানিনী হয়ে উঠলেন এবং নিজেদের বিশ্বের সমস্ত কামিনী মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন ঃ

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি॥
(১০/২৯/৪৭)

ভগবান শ্রীগোবিন্দ অতি নির্মম বিচারক। লেশমাত্র অপরাধেরও ক্ষমা নেই তাঁর কাছে। গোপীগণ কৃষ্ণ-প্রেমের কাঙালিনী ছিলেন। এখন সেই প্রেমধন যখন প্রত্যাশার অধিক লাভ করলেন, তখন পূর্বাবস্থা ভুলে গিয়ে তাঁরা আপন শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করতে লাগলেন। তাঁরা অভিমানে স্ফীত হলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রজগোপীদের এই সৌভাগ্যজনিত গর্ব ও মান দর্শন করে তার প্রশমন এবং তাঁদের অনুগৃহীত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সে স্থানেই অন্তর্হিত হলেন ঃ

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
(১০/২৯/৪৮)

(ছয়)

শ্রী শুক উবাচ ঃ

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষানাঃ করিণ্য ইব যূথপম্॥
(১০/৩০/১)

শ্রী শুকদেব বললেন ঃ হে মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হলে তাঁর অদর্শনে ব্রজগোপীগণ, দলপতির অদর্শনে হস্তিনীগণের ন্যায়, সন্তাপিত হয়েছিলেন।

রমাপতির চলন, অনুরাগ, হাসি, সবিলাস চাহনি, মনোরম আলাপ ও বিলাস-বিভ্রম দ্বারা গোপললনাগণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর বিরহে তাই তাঁরা এখন তদাত্মিকা হয়ে তাঁর অনুষ্ঠিত সেই সেই লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন ঃ **রমাপতে স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ।**

কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজনারীগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, কটাক্ষ, সম্ভাষণ প্রভৃতি দ্বারা বিমোহিত ও তদ্গতচিত্ত হয়ে তাঁরই মত বিহার করতে এবং 'আমি ই সেই কৃষ্ণ' এরূপ পরস্পরকে বলতে লাগলেন।

গোপীগণ দলবদ্ধ হয়ে উচ্চনাদে শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা কীর্তন করতে করতে উন্মাদিনীর ন্যায় বন হতে বনান্তরে তাঁর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন ঃ

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
(১০/৩০/৪)

আকাশের মত সকল প্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে যিনি সতত বিদ্যমান, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কথা গোপীরা বনস্পতিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ঃ **পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্।**
(১০/৩০/৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাস্য এবং সবিলাস দৃষ্টিদ্বারা আমাদের চিত্ত হরণ করে অন্তর্হিত হয়েছেন; তোমরা কি তাঁকে দেখেছ?

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ! প্লক্ষ! ন্যগ্রোধ! নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥
(১০/৩০/৫)

হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগকেশর! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! যাঁর একটু হাস্যচ্ছটায় মানিনীগণের দর্প চূর্ণ হয়, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ কি এ পথ দিয়ে গেছেন?

হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে কল্যাণি তুলসি! যিনি ভ্রমরগণ সহ তোমাকে সর্বদা ধারণ করেন, তোমার সেই একান্ত প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এপথ দিয়ে যেতে দেখেছ কি?

কচ্চিৎ তুলসি! কল্যাণি! গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেহতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ॥
(১০/৩০/৭)

হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রভূত আনন্দ দান করে আমাদের মাধব কি এপথ ধরেই গেছেন?— প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ। (১০/৩০/৮)

হে চূত- পিয়াল- পনস- অসন- কোবিদার-জম্বু-অর্ক-বিল্ব-বকুল-আম্র-কদম্ব—নীপ! হে পরার্থে গৃহীত জন্ম যমুনাতীরবাসী অপর তরুগণ! শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমাদের হৃদয় শূন্য। তোমরা দয়া করে তাঁর গমনের পথটা আমাদের বলে দাও ঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ।

হে ধরিত্রি! তুমি কি রকম তপস্যা করেছিলে যে কেশবের চরণ স্পর্শে পুলক হওয়ায় তোমার অঙ্গের রোমাবলী কণ্টকিত হয়ে উঠেছে? এই পুলক কি শ্রীকৃষ্ণের এখনকার পাদস্পর্শে বা বামন দেবের পদাক্রমণে অথবা তারও পূর্বে বরাহরূপ ভগবানের আলিঙ্গনে হয়েছে?

কিং তে কৃতং ক্ষিতি! তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গ রুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥
(১০/৩০/১০)

হে সখি হরিণপত্নি! আমাদের অচ্যুত তাঁর দৃষ্টি নন্দন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমাদের তৃপ্তি সাধন করে প্রিয়াসহ কি এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন? প্রিয়ার অঙ্গসঙ্গ হেতু তাঁর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত কুলপতি কৃষ্ণের কুন্দকুসুম মালার গন্ধ এখানে পাওয়া যাচ্ছে ঃ

কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ।
(১০/৩০/১১)

ফলভারে অবনত বৃক্ষদের দেখে বিরহবিধুরা গোপীদের মনে হল কৃষ্ণকে দেখেই এই তরুগণ তাঁকে প্রণাম করার জন্য মাথা নত করে আছে। অতএব তাঁরা বৃক্ষদের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ! প্রণামং কিং ব্যভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥
(১০/৩০/১২)

হে তরুগণ! হাতে পদ্ম, বাহু প্রিয়ার স্কন্ধে স্থাপিত, তুলসী গন্ধে আকৃষ্ট মদান্ধ অলিকুল দ্বারা অনুসৃত রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করতে করতে এই স্থানে এসে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দানে তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করেছিলেন কি?

এক স্থানে এক বনস্পতিকে বেষ্টন করে রয়েছে কতগুলি রোমাঞ্চিতদেহ লতা। এ দেখে এক গোপী অন্যদের বললেন ঃ হে সখীগণ! দেখ, ঐ লতাগুলির অঙ্গ কেমন রোমাঞ্চিত। যদিও তারা নিজ পতির দেহ বেষ্টন করে রয়েছে, তথাপি মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের নখর স্পর্শ অঙ্গে লেগেছে বলেই এই রোমাঞ্চ। চল কৃষ্ণ বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করি ঃ

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥
(১০/৩০/১৩)

(সাত)

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥
(১০/৩০/১৪)

শুকদেব বললেন ঃ হে মহারাজ! এইরূপে উন্মাদের মত প্রলাপকারিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে কাতর হয়ে পড়লেন এবং তদাত্মিকা অর্থাৎ কৃষ্ণময় হয়ে তাঁর সেই সেই লীলার (পূতনাবধাদি) অনুকরণ করতে লাগলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক গোপী শিশুকৃষ্ণ হয়ে পূতনাজ্ঞানে অন্য গোপীর স্তন পান করলেন। এক গোপী বালকৃষ্ণের ভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে রোদন করতে করতে শকটের মত আচরণ কারিণী অপর এক গোপীকে পদাঘাতে আহত করলেন। এক গোপী অসুর তৃণাবর্ত হয়ে কৃষ্ণরূপী অপর গোপীকে হরণ করলেন। কোন গোপী শিশু কৃষ্ণের হামাগুড়ি দেওয়ার অনুকরণে ভূমিতে জানুদ্বয় ঘর্ষণ সহকারে কিঙ্কিনী ধ্বনি করতে করতে ক্রীড়া করতে লাগলেন।

গোপীদের দু'জন হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম এবং অপর কয়েকজন হলেন অন্যান্য গোপ-বালক। বৎসাসুররূপী এক গোপীকে কৃষ্ণরূপী অপর গোপী বধ করলেন। আবার কোন গোপী বকাসুরজ্ঞানে অন্য গোপীর প্রাণনাশে উদ্যত হলেন। দূরদেশে বিচরণ কারী গাভীগণকে আহ্বান করে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে কোন গোপী বংশী বাদন ও ক্রীড়া করতে থাকলে অন্য গোপীগণ 'সাধু সাধু' বলে তাঁকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

এক গোপী অপর এক গোপীর স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপন করে বিচরণ করতে করতে কৃষ্ণগতচিত্ত হয়ে বললেন ঃ হে গোপীগণ! আমি কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি অবলোকন কর ঃ

কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণোহহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ।।
(১০/৩০/১৯)

কৃষ্ণরূপী এই গোপী অপর সকলকে অভয় দিয়ে বললেন ঃ

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তৎত্রাণং বিহিতং ময়া।
(১০/৩০/২০)

তোমরা ঝড়বৃষ্টির ভয় করো না, তার হাত থেকে তোমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা আমি করছি — এই বলে সেই গোপী এক হস্তে সযত্নে নিজ বস্ত্র উর্ধ্বে তুলে ধরলেন।

হে রাজন! এক গোপী অন্য গোপীর শিরে আরোহণ করে পদাঘাত করতে করতে বলতে লাগলেন ঃ রে দুষ্ট সর্প! এ স্থান হতে প্রস্থান কর; যারা খল স্বভাবের তাদের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত আমি জন্মগ্রহণ করেছি—

আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে। গচ্ছ জাতোহহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্।।
(১০/৩০/২১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক গোপী অন্যদের বললেন ঃ হে গোপগণ! দেখ, ভয়ানক দাবানল তোমাদের গ্রাস করতে আসছে; তোমরা শীঘ্র চক্ষু নিমীলিত কর, আমি অনায়াসে তোমাদের দাবানল-দাহে মৃত্যু থেকে রক্ষা করব।

'দধিভাণ্ডভঙ্গকারী ননীচোরকে এই আমি বাঁধলাম' — এই বলে এক গোপী উদূখলে অপর এক গোপীকে মাল্যদ্বারা বন্ধন করলে সেই বরাঙ্গী ব্রজগোপী বসনাঞ্চলে সুন্দর নয়নযুক্ত বদন আবৃত করে ভয়ের অনুকরণ করতে লাগলেন ঃ

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উদূখলে।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥
(১০/৩০/২৩)

(আট)

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥
(১০/৩০/২৪)

এই প্রকারে বৃন্দাবনে তরুলতাগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করতে করতে বনের এক স্থানে গোপীগণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখতে পেলেন।

পদচিহ্নগুলি যে মহাত্মা নন্দ-নন্দনের — এ বিষয়ে গোপীগণ নিশ্চিত ছিলেন; কারণ এগুলিতে ধ্বজ, অঙ্কুশ, পদ্ম ও যবাদি চিহ্ন অঙ্কিত ছিল ঃ

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥
(১০/৩০/২৫)

শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে গোপীদের মনে আনন্দ হল, আশা জাগল এবার প্রিয়তমের সন্ধান মিলবে। তাঁরা সতর্ক দৃষ্টিতে পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগলেন।

যেতে যেতে এক স্থানে এসে গোপীগণ দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের পদ চিহ্নের সহিত কোন এক কামিনীর পদচিহ্ন মিশ্রিত হয়েছে। এ দেখে তাঁদের মনের আনন্দ চলে গেল, তাঁরা পীড়িত চিত্তে বলতে লাগলেন ঃ

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥
(১০/৩০/২৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ পদচিহ্নগুলি কোন্ রমণীর যিনি, হস্তিনী যেমন হস্তীর সঙ্গে যায়, তদ্রূপ নন্দ-পুত্রের সঙ্গে গমন করেছেন এবং যাঁর স্কন্ধদেশে শ্রীকৃষ্ণ বাহু স্থাপন করেছিলেন?

এ রমণী অবশ্যই মহাভাগ্যবতী। তিনি নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। তা না হলে কি গোবিন্দ আমাদের সকলকে ত্যাগ করে সাদরে তাঁকে এই নির্জন স্থানে আনয়ন করেন? —

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥
(১০/৩০/২৮)

হে সখীগণ! শ্রীগোবিন্দের এই সকল পাদপদ্মরেণু অতিশয় ধন্য, কেন না, ব্রহ্মা, মহাদেব ও লক্ষ্মী দেবী পাপবিদূরণের নিমিত্ত এ রেণু শিরে ধারণ করে থাকেন ঃ

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥
(১০/৩০/২৯)

রমণীর এই সকল পদচিহ্ন আমাদের মনকে পীড়িত করছে; কারণ আমাদের সর্বস্ব হরণ করে নির্জনে একা তিনি শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করছেন ঃ ভুঙ্‌ক্তেহচ্যুতাধরম্।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে এগিয়ে চলেছেন। কিছুদূর এসে তাঁরা দেখলেন নারীপদচিহ্ন অদৃশ্য, কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিহ্নই বর্তমান। তখন তাঁরা বলতে লাগলেন ঃ

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎ সুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥
(১০/৩০/৩১)

এখানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছেনা। তৃণাঙ্কুরে প্রেয়সীর সুকোমল পদতল ব্যথিত হওয়ায় নিশ্চয়ই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন।

গোপীগণ লক্ষ্য করলেন এখন থেকে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি গভীরতর হয়েছে। তখন একজন অন্যদের বললেন ঃ এই দেখ না, বধূকে বহন করতে করতে কামী শ্রীকৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন বলে এ সকল পদচিহ্ন অধিক গভীর হয়েছে ঃ ইমান্যধিকমগ্নানি বহতো বধূম্।

আরও কিছু দূর গিয়ে এক গোপী বলে উঠলেন ঃ দেখ, দেখ, এখানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি অন্য রকম, এগুলি অসম্পূর্ণ। এখানে এসে প্রিয়তম প্রেয়সীকে স্কন্ধ থেকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামিয়ে তাঁর জন্য পদাগ্রে দাঁড়িয়ে পুষ্প চয়ন করেছিলেন।

আর দেখ কামী শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এস্থানে কামিনীর কেশবিন্যাস করেছিলেন এবং কুসুমরাশিদ্বারা কেশরাশি চূড়ো করে বাঁধবার জন্য অবশ্যই এখানে উপবেশন করেছিলেন ঃ

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥
(১০/৩০/৩৪)

(নয়)

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
(১০/৩০/৩৬)

শুকদেব বললেন : হে মহারাজ! এরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়ার পদচিহ্ন প্রদর্শন করতে করতে গোপীগণ হতচেতনার ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন।

এদিকে অন্যসব গোপীদের পরিত্যাগ করে যে ভাগ্যবতীকে শ্রীকৃষ্ণ নির্জনে সঙ্গে এনেছিলেন, তাঁর মনেও তীব্র অভিমানের উদয় হল। তিনিও ভাবতে লাগলেন সকল রমণী মধ্যে আমি সর্বোত্তমা, কেন না কাম-চরিতার্থ করার জন্য আগত অন্য সকলকে ত্যাগ করে এই প্রিয় আমাকেই ভজনা করেছেন ঃ

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥
(১০/৩০/৩৭)

অতঃপর সেই দর্পিতা রমণী বনপ্রদেশে চলতে চলতে এক সময় কেশবকে বললেন ঃ ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ। (১০/৩০/৩৭)—আমি আর চলতে পারি না। যে স্থানে তোমার মন চায়, আমাকে সে স্থানে নিয়ে চল।

দর্পহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার কথা শুনে বললেন ঃ তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।

অভিমানিনী হৃষ্টমনে যেই মাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণে উদ্যত হলেন, অমনি তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং সেই গোপবধূ অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন ঃ ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত। (১০/৩০/৩৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মন্দভাগিনী অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতরকণ্ঠে বিলাপ করতে করতে বললেন ঃ হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! তুমি কোথায় আছ? হে সখে! আমি অতীব দীনা — তোমার দাসী, আমাকে তোমার সন্নিধান দর্শন করাও ঃ

হা নাথ! রমন! প্রেষ্ঠ! ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে! দর্শয় সন্নিধিম্ ॥
(১০/৩০/৪০)

(দশ)

শ্রী শুক উবাচ ঃ

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোহবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥
(১০/৩০/৪১)

শ্রীশুকদেব বললেন ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গমন পথ অন্বেষণ করতে করতে সেই গোপীগণ অদূরে প্রিয় বিচ্ছেদে মোহিতা ও দুঃখিতা সখীকে দেখতে পেলেন।

এই সখীর মুখে মাধবের নিকট থেকে প্রভূত মান এবং নিজের হঠকারিতার জন্য অবমাননা প্রাপ্তির বিশদ বিবরণ শুনে সকল গোপী সবিশেষ বিস্মিত হলেন ঃ

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।।
(১০/৩০/৪২)

এরপর এই সখীকে সঙ্গে নিয়ে গোপীগণ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে বন মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং যতদূর পর্যন্ত চন্দ্রকিরণে আলোকিত ছিল ততদূর পর্যন্ত সন্ধান চালিয়ে গেলেন। অতঃপর বনপথ অন্ধকারে ঢাকা পড়ায় ঐ কার্যে বিরত হলেন ঃ তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ। (১০/৩০/৪৩)

অনুসন্ধান বন্ধ হল, কিন্তু গৃহাদির কথা কোন গোপীরই মনে পড়ল না। কারণ তাঁদের চিত্ত ছিল একান্তভাবে কৃষ্ণগত, তাঁদের আলাপ ও চেষ্টা ছিল কেবলমাত্র কৃষ্ণ -বিষয়ক এবং তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন সম্পূর্ণতঃ কৃষ্ণময়ী। ফলে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় ও তাঁর গুণকীর্তনে বিভোর হয়ে তাঁরা নিজ নিজ গৃহের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন ঃ

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ।।
(১০/৩০/৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত গোপীগণ এখন তাঁর কথা চিন্তা করতে করতে বনপথ ছেড়ে পুনরায় কালিন্দী পুলিনে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর আগমন আশা করে সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে তাঁর মহিমা কীর্তন করতে আরম্ভ করলেন ঃ

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ।।
(১০/৩০/৪৫)

(এগার)

গোপ্য উচুঃ ঃ

জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ।।
(১০/৩১/১)

গোপীগণ বললেন ঃ হে প্রিয়! আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই আমাদের এই ব্রজভূমি উৎকর্ষশালী হয়ে উঠেছে এবং স্বয়ং লক্ষ্মী নিত্য এখানে বাস করছেন। তাই ব্রজের সকলেই সুখী। কিন্তু হে নাথ! যারা আপনারই জন্য কোনমতে প্রাণ ধারণ করে আছে, আপনার সেই দুঃখিনী গোপীগণ, দেখুন, দিকে দিকে আপনাকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। অতএব দেখা দিন।

হে সুরতনাথ! হে বরদ! আমরা আপনার বিনামূল্যের দাসী। আপনি যে নয়ন দ্বারা শরতের সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের শোভা হরণ করেন, সেই নয়ন দ্বারা আমাদের প্রাণও হরণ করেছেন। শস্ত্র দ্বারা বধই কি শুধু বধ, নেত্রাঘাতে বধ কি বধ নয়? আমরা আপনার নয়ন-বাণাঘাতে নিহত হয়েছি।

হে শ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের বিষজলপানে মৃত্যু হতে, সর্পরূপী অঘাসুর, বাত, বৃষ্টি, বজ্রপাত ও দাবাগ্নি হতে, বৃষাসুর ও ময়পুত্র ব্যোমাসুর হতে এবং অন্য বহুবিধ ভয় হতে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করেছেন। তবে এখন উপেক্ষা করছেন কেন?—

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্ বর্ষামারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ! তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ।।
(১০/৩১/৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপনি কেবল মাত্র যশোদানন্দন নহেন, আপনি নিখিল প্রাণীর অন্তর্যামী দ্রষ্টা ঃ ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক। আপনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে ব্রহ্মার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। আমরাও আপনার ভক্ত, অতএব আমাদের প্রার্থনাও পূরণ করুন।

হে বৃষ্ণিকুলতিলক! হে প্রিয়! সংসারভীত জীব আপনার চরণে শরণ নিলে আপনার যে হস্ত তাদের অভয় প্রদান করে, যা সতত বরদ এবং যা কমলার কর ধারণ করে থাকে, সেই করপদ্ম আমাদের মস্তকে স্থাপন করুন ঃ

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য! তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত! কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্।।
(১০/৩১/৫)

হে ব্রজজনদুঃখনাশন! হে বীর! আপনার হাসি নিজ-জনের দর্প-নাশক। আমরা আপনার কিঙ্করী, কৃপা করে আমাদের আশ্রয় দিন। আমরা স্ত্রীজাতি, আপনার সৌম্য মুখপদ্ম আমাদের দর্শন করান ঃ ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়।

হে নাথ! প্রণত জনের পাপনাশক, তৃণচর পশুগণের অনুগমনকারী, লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় স্থল এবং কালিয়নাগের ফণাসমূহে অর্পিত আপনার যে পাদপদ্ম, তা আমাদের স্তনে অর্পণ করুন এবং আমাদের উদ্দীপিত কামকে বিনাশ করুন ঃ

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণাচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।।
(১০/৩১/৭)

হে কমললোচন! আপনার মধুময় বাণী মনোহর পদের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং জ্ঞানীজনেরও চিত্তাকর্ষক। এই বাণী আমাদের চিত্তও হরণ করেছে। আমরা আপনার দাসী, অধর-সুধা দানে আমাদের পরিতৃপ্ত করুন।

আপনার কথামৃত তাপিতগণের জীবন স্বরূপ, কবিগণের দ্বারা প্রশংসিত, পাপ-বিনাশক, শ্রোতার মঙ্গল বিধায়ক এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বব্যাপক। যাঁরা আপনার এই অমৃতকথা পৃথিবীতে কীর্তন করেন, তাঁরা অবশ্যই ভুরিদ অর্থাৎ মহান দাতা ঃ

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনাঃ।।
(১০/৩১/৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে প্রিয়! হে কপট! যা চিন্তা করলে মঙ্গল হয় আপনার সেই হাসি, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ, বিহার, নির্জনে মর্মস্পর্শী পরিহাস প্রভৃতি স্মরণ করে আমাদের চিত্ত বিচলিত হচ্ছে—

প্রহসিতং প্রিয়! প্রেমবীক্ষণং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক! নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥
(১০/৩১/১০)

হে নাথ! হে প্রিয়! যখন আপনি পশু চারণের জন্য ব্রজ হতে গমন করেন, তখন আপনার কমল-কোমল চরণদ্বয় তৃণাঙ্কুর ও কঙ্করদ্বারা ব্যথিত হবে এ ভাবনায় আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে ঃ

চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ! তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত! গচ্ছতি॥
(১০/৩১/১১)

হে বীর! আবার দিবাশেষে আপনি যখন ধেনু নিয়ে ফিরে আসেন, তখন নিবিড় ধূলিপটলে ধূসরিত ও নীল কুন্তলে আবরিত আপনার মুখ-কমল মুহুর্মুহুঃ প্রদর্শন করে আমাদের চিত্তে অনঙ্গ-পীড়া জাগ্রত করেন।

হে প্রাণরমণ! প্রণতজনের বাঞ্ছাপূরক, পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্তৃক অর্চিত, ভুবন-ভূষণ, আপৎকালে স্মরণীয় এবং পরমানন্দদায়ক আপনার পদ-পঙ্কজ আমাদের স্তনোপরি স্থাপন করুন ঃ

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ! নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥
(১০/৩১/১৩)

আপনার অধর সুধা সুরতবর্ধক, শোকনাশক এবং শব্দায়মান বেণুদ্বারা সুখ চুম্বিত। ঐ অধরামৃতে মানবের সার্বভৌমাদি সুখেচ্ছাও বিস্মরণ হয়। হে বীর! আপনি এই অধর-সুধা আমাদের বিতরণ করুন ঃ **বিতর বীর! নস্তেহধরামৃতম্।**

দিবাভাগে আপনি যখন কাননে গমন করেন, তখন আপনার অদর্শনে ক্ষণার্ধকালও আমাদের নিকট যুগ বলে মনে হয়। আবার দিবাবসানে আপনি যখন প্রত্যাগমন করেন, তখনও আপনার কুঞ্চিত কুন্তলাবৃত বদন অনিমেষ নয়নে প্রাণভরে দর্শনের সুযোগ হয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না; কেন না বার বার চক্ষুর পলক-পাতে সুখদর্শনে ব্যাঘাত ঘটায়। তখন চোখের পল্লব যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই বিধাতা পুরুষকে মন্দ বলে মনে হয়।

হে অচ্যুত! আমাদের আগমনের হেতু আপনার অবিদিত নয়। আপনার মন-মাতানো গীতে মোহিত হয়ে আমরা পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধবদের উপেক্ষা করে আপনার নিকটে ছুটে এসেছি। আপনি শঠ, সব জেনেও এভাবে রাত্রি কালে স্বয়মাগত স্ত্রীগণকে আপনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ ত্যাগ করে?

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥
(১০/৩১/১৬)

নির্জনে রতি প্রার্থনা করে আপনার সম্ভাষণ শুনে এবং কামোদ্দীপক সহাস্য বদন, সপ্রেম দৃষ্টি ও লক্ষ্মীর নিবাস বিশাল বক্ষ দেখে আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মেছে—আমরা একান্ত মোহিত হয়েছি ঃ

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥
(১০/৩১/১৭)

হে কৃষ্ণ! আপনার আর্বিভাবে ব্রজবনবাসীগণের দুঃখনাশ এবং বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। আপনাকে একান্ত করে পাওয়ার নিমিত্ত উদ্বেগ বশতঃ আমাদের চিত্ত পীড়িত। আমরা আপনার স্বজন। স্বজনের হৃৎপীড়া নাশক যে গোপনীয় ঔষধ একমাত্র আপনারই জানা আছে, তার কিঞ্চিৎ প্রদান করে আমাদের পীড়া প্রশমিত করুন।

হে প্রিয়! আপনি আমাদের জীবন স্বরূপ। পাছে আপনার কিছুমাত্র ব্যথা লাগে এই ভয়ে আমরা আপনার সুকুমার চরণকমল অতি সন্তর্পনে আমাদের কঠিন স্তনের উপর স্থাপন করি। আপনি এখন সেই পদ দ্বারা বনে বনান্তরে ভ্রমণ করছেন। এতে আপনার শ্রীপদ যুগল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপল খণ্ডে লেগে ব্যথিত হচ্ছে, এই ভাবনায় আপনিই যাদের জীবন, সেই আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হচ্ছে ঃ

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥
(১০/৩১/১৯)

(বারো)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রী শুক উবাচ ঃ

ইতি প্রগায়ন্ত্যো গোপ্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্! কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।।

(১০/৩২/১)

শ্রীশুকদেব বললেন ঃ হে রাজন! কৃষ্ণদর্শনাভিলাষী গোপীগণ এ রূপে নানাপ্রকার গান ও বিলাপ করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পীত বসন ও বনমালায় সুশোভিত হয়ে সহাস্য বদনে সহসা তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। তখন তাঁকে দেখে ভুবনমোহন মদন দেবেরও মনোমোহন বলে মনে হয়েছিল ঃ

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ।।

(১০/৩২/২)

প্রাণহীন দেহে প্রাণসঞ্চার হলে হস্তপদাদি অবয়ব সমূহ যেমন সচল হয়ে ওঠে, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আগত দেখে বিগত চেতন গোপীগণও তেমনি হর্ষোৎফুল্লনয়নে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ঃ

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্।।

(১০/৩২/৩)

আনন্দে বিহ্বল কোন গোপী অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের করকমল গ্রহণ করলেন ঃ কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা। কোন গোপী তাঁর চন্দন-চর্চিত বাহু নিজের স্কন্ধদেশে স্থাপন করলেন ঃ কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্। আর এক গোপী তাঁর চর্বিত তাম্বুল অঞ্জলি পেতে গ্রহন করলেন ঃ কাচিদঞ্জলিনা গৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বুলচর্বিতম্। আর এক বিরহতাপিতা গোপী শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম নিজের স্তনযুগলে ধারন করলেন ঃ একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ।

প্রণয় কোপে বিবশচিত্ত এক গোপী ভ্রূযুগল কুটিল এবং ওষ্ঠাধর দংশন করে কঠোর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন—যেন দৃষ্টি দ্বারা তাঁকে প্রহার করছেন ঃ ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ।

অপর এক গোপী অনিমেষ নয়নে কৃষ্ণের মুখপদ্ম পুনঃ পুনঃ সম্যক দর্শন করেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃপ্ত হলেন না—যেমন সাধুগণ (ধ্যানে) কৃষ্ণচরণ দর্শন করেও পরিতৃপ্ত হন না ঃ আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা।

আর এক গোপী প্রাণ-প্রিয় কৃষ্ণকে নেত্রপথে হৃদয়ে গ্রহণ করে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করলেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে যোগীর ন্যায় পুলকাঙ্গী ও আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন ঃ

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥
(১০/৩২/৮)

মুক্তিকামী ব্যাক্তিগণ যেমন ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করে সংসার তাপ মোচন করেন, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজনিত আনন্দে নিবৃতিপ্রাপ্ত হয়ে গোপীগণও সেরূপ বিরহজ তাপ থেকে মুক্ত হলেন ঃ

সর্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনিবৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥
(১০/৩২/৯)

শুকদেব বললেন ঃ হে নৃপতি পরীক্ষিৎ! পুরুষোত্তম যেমন শক্তিগণসহ শোভা পান, ভগবান অচ্যুতও তেমনি বিগতশোক সেই সব রমণীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে অধিক শোভা পেতে লাগলেন ঃ

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত! পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥
(১০/৩২/১০)

(তেরো)

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্‌পদম্॥
(১০/৩২/১১)

শুকদেব বললেন ঃ হে মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীদের নিয়ে যমুনাপুলিনে প্রবেশ করলেন। যমুনা পুলিন এ সময় প্রস্ফুটিত কুন্দ ও মন্দার পুষ্পগন্ধে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমোদিত সমীরণে আকৃষ্ট অলিদলে পূর্ণ ছিল।

শরৎশশীর কিরণমালায় পুলিনের অন্ধকার দূর হয়েছিল এবং যমুনা তার তরঙ্গ-হস্তদ্বারা কোমল বালুকারাশি বিস্তার করে রেখেছিল ঃ কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমল-বালুকম্।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন জনিত আনন্দে গোপীগণের হৃদয় সংক্রান্ত ব্যাধি নিরাময় হয়েছিল এবং তাঁরা শ্রুতিগণের ন্যায় পূর্ণকাম হয়ে নিজ নিজ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত উত্তরীয় বস্ত্রে প্রেমাস্পদের জন্য আসন রচনা করেছিলেন ঃ

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কমাঙ্কিতৈরচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে।।
(১০/৩২/১৩)

যোগেশ্বরগণ হৃদয় মধ্যে যাঁর আসন কল্পনা করে থাকেন, সেই ভগবান ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সভামধ্যগত হয়ে তাঁদের রচিত আসনে উপবেশন করলেন এবং তাঁদের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত হলেন। এ সময় তাঁর শরীর জগতের সকল শোভার আধাররূপে প্রকাশ পেয়েছিল ঃ

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ।।
(১০/৩২/১৪)

সহাস্য লীলাকটাক্ষ ও ভ্রূবিলাস-বিভ্রম দ্বারা অনঙ্গদীপন শ্রীকৃষ্ণকে সংবর্ধনা ও স্তুতি করে গোপীগণ নিজেদের ক্রোড়ে স্থাপিত তাঁর হস্ত পদ সেবা করতে করতে ঈষৎকোপাবেশে বলতে লাগলেন ঃ

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্য এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ।।
(১০/৩২/১৬)

হে কৃষ্ণ! দেখা যায় এক প্রকার ব্যক্তি কেবল যে ভজনা করে তাকেই ভজনা করে, অন্যকে করে না। এক প্রকার আছে এর বিপরীত অর্থাৎ যারা ভজনা করে না, তাদেরও ভজনা করে থাকে। অপর এক প্রকার আছে যে উভয়ের অর্থাৎ ভজনাকারী ও অভজনাকারী কাউকেই ভজনা করে না। এমন কেন হয় আমাদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে বলুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপীদের এই জিজ্ঞাসা ছিল উদ্দেশ্য মূলক। শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে তাঁরা সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন। বিনিময়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁরা লাভ করলেন নিদারুণ উপেক্ষা ও বিরহসন্তাপ। নিবিড় প্রেমের বিনিময়ে বিরহ-বেদনা দান নিতান্তই অকৃতজ্ঞতা। শ্রীকৃষ্ণের এই অকৃতজ্ঞতার কথা তাঁর নিজের মুখে শোনার জন্যই গোপীদের এই জিজ্ঞাসা।

গোপীদের মনোভাব শ্রীকৃষ্ণের অজানা ছিল না। তিনি তাই অকপট ভাবেই গোপীদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন ঃ

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ! স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা।

(১০/৩২/১৭)

হে সখীগণ! যারা পরস্পরের ভজনা করে থাকে, তাদের উদ্যম একমাত্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই। এতে সৌহার্দ বা ধর্মের স্থান নেই। এখানে নিজের স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছু নেই।

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥

(১০/৩২/১৮)

হে সুন্দরীগণ! যাঁরা অভজনাকারীদেরও ভজনা করেন, তাঁরা দয়াশীল ব্যক্তি এবং স্নেহপরায়ণ পিতামাতার তুল্য। এতে নিঃসংশয়ভাবে ধর্ম ও সৌহার্দ বর্তমান থাকে।

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥

(১০/৩২/১৯)

আর যারা ভজনাকারীরও ভজনা করে না, অভজনাকারীর তো কথাই নেই, তারা হয় আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ অথবা গুরুদ্রোহী।

গোপীদের বর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকদের অর্থাৎ যারা ভজনাকারীরও ভজনা করে না, তাদের আবার শ্রীকৃষ্ণ চার শ্রেণীতে ভাগ করলেন।

যাঁরা আত্মারাম তাঁরা ব্রহ্মনিষ্ঠ। তাঁদের বিষয়ে দৃষ্টি নেই এবং বাহ্য কোন ব্যাপারে তাঁদের মন যায় না। যাঁরা আপ্তকাম, তাঁরা বিষয়দর্শী হলেও পূর্ণকামতাবশতঃ তাঁদের বিষয় বাসনা লুপ্ত হয়েছে এবং বাহ্য ব্যাপারে তাঁরাও উদাসীন। যারা অকৃতজ্ঞ তারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপকার প্রার্থনা করে, প্রত্যুপকারে অনভিজ্ঞ। এরা অজ্ঞতা বশতঃই উপকারীর উপকার করে না। আর গুরুদ্রোহী তারাই যারা উপকারীর উপকার তো করেই না, বরং তাঁর ক্ষতিসাধন করে। উপকর্তা গুরুতুল্য, তাঁর ক্ষতিসাধন যে করে সে অবশ্যই গুরুদ্রোহী। এই গুরুদ্রোহীরাই সর্ব নিকৃষ্ট।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রসঙ্গে বললেন ঃ হে সখীগণ! আমি কিন্তু আমাকে যারা ভজনা করে তাদেরও ভজনা করি না।

কেন করেন না তার কারণ স্বরূপ বললেন ঃ ধনহীন ব্যক্তি হঠাৎ পাওয়া ধন বিনষ্ট হলে যেমন সেই ধনের চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে থাকে, অন্য কিছুই জানতে পারে না, তেমনি আমাকে যারা ভজনা করে তাদের অবিরাম ধ্যানপ্রবৃত্তির জন্যই আমি তাদেরও ভজনা করি না ঃ

নাহন্তু সখ্যো ভজতোহপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়াদন্যন্নিভৃতো ন বেদ॥

(১০/৩২/২০)

শ্রীকৃষ্ণের কথায় বোঝা গেল ব্রজগোপীদের তাঁর প্রতি প্রীতির আকর্ষণ এবং ভজন-প্রবৃত্তি নিবিড়তর করার নিমিত্তই তিনি তাঁদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে তাঁদের বিরহবেদনা ভোগ করিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ এবং সারবান হলেও, গোপীদের অন্তরের ক্ষোভ দূর হল না। তাঁদের কেবলই মনে হতে লাগল তবে কি কৃষ্ণ-অনুরাগে তাঁদের অপূর্ণতা বা শিথিলতা রয়েছে, যে কারণে বিরহ-বেদনা প্রদান করে তিনি সেই অপূর্ণতা দূর করতে প্রয়াসী হয়েছেন?

অতএব কৃষ্ণের ব্যাখ্যায় গোপীগণ সান্ত্বনা তো পেলেনই না, পরন্তু অধিকতর মর্মাহত হলেন। কারণ তাঁদের কৃষ্ণপ্রীতি ছিল নিখাদ এবং কানায় কানায় পূর্ণ, তার অনুমাত্র বৃদ্ধিরও অবকাশ ছিল না।

নিজের পক্ষ সমর্থ করতে গিয়ে তিনি যে গোপীদের মনে নতুন করে আঘাত হেনেছেন, একথা বুঝতে শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব হয়নি। তাই তিনি আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করে বললেন ঃ

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েহবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১০/৩২/২১)

হে অবলাগণ! তোমরা আমার জন্য লোকাচার, বেদধর্ম ও স্বজনদের পরিত্যাগ করে এসেছ। তাই আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্তর্ধান করলেও, আমি পরোক্ষে থেকে তোমাদেরই ভজনা করে ছিলাম। অতএব হে প্রিয়াগণ! তোমাদের প্রিয় এই আমার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নয়।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় গোপীদের মনোবেদনা অপসৃত হলেও বিমলানন্দে মন ভরে ওঠেনি। তাই গোপীপ্রেমের কাঙাল শ্রীগোবিন্দ যেন অপরাধ স্বীকার ও মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন ঃ

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(১০/৩২/২২)

আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্বন্ধ তা নির্মল। তোমরা সুদৃঢ় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করে আমার ভজনা করেছ। আমি অমরগণের আয়ু লাভ করলেও তোমাদের প্রত্যুপকার সাধন করতে পারব না। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তার পরিশোধ হোক।

এখানে সর্বশক্তিমান ভগবানের স্পষ্ট হার স্বীকার। তিনি নিষ্কপটে জানিয়ে দিলেন ঃ আমি পারব না— **ন পারয়ে হহম্**। অক্ষয় আয়ু পেলেও নিজের সাধুকারিতা অর্থাৎ নিজের দেওয়া অঙ্গীকার রক্ষা করতে আমি সক্ষম হব না।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীকার আছে ঃ যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাকে আমি সে ভাবেই ভজনা করি— **যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্**। ব্রজগোপীদের ক্ষেত্রে এ অঙ্গীকার শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করতে পারেন নি। গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম একনিষ্ঠ। তাঁরা কৃষ্ণের জন্য আর সব বিসর্জন দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কিন্তু একনিষ্ঠ নয়, তাঁর প্রেম বিশ্বজোড়া ভক্তদের মধ্যে প্রসারিত। তিনি গোপীদের জন্য কিছুই বিসর্জন দেন নি। বস্তুতঃ গোপীদের ভালবাসার অনুরূপ ভালবাসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই গোপীদের কাছে তাঁর যে ঋণ তা চির অপ্রতিশোধ্য—

ঐ প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

এই ঋণ স্বীকারের দ্বারাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান দিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(চৌদ্দ)

শ্রী শুক উবাচ ঃ

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ॥
(১০/৩৩/১)

শ্রীশুকদেব বললেন ঃ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! গোপীগণ ভগবানের এ প্রকার রমণীয় বাক্য শ্রবণ করে এবং তাঁর কর-চরণাদি গ্রহণ ও আলিঙ্গনাদির দ্বারা পূর্ণমনোরথ হয়ে বিরহজনিত সকল তাপ পরিহার করলেন।

এখন গোপীগণ পরিতৃপ্ত এবং শ্রীকৃষ্ণও নিশ্চিন্ত। অতএব আরম্ভ হল রাসক্রীড়া—

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥
(১০/৩৩/২)

শ্রী গোবিন্দ অনুগতা ও প্রীতিবশে পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধা রমণীরত্ন গোপীগণের সঙ্গে সে স্থানে রাসক্রীড়া আরম্ভ করলেন।

গোপী মণ্ডলে সুশোভিত রাসোৎসব আরম্ভ হলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই জন ব্রজসুন্দরীর মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হয়ে প্রতিজনের কণ্ঠ ধারণ করলেন। এতে সকল গোপীই ভাবলেন শ্রীকৃষ্ণ আমার পার্শ্বেই রয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই রাসোৎসব দর্শনের নিমিত্ত উৎসাহী দেবগণ সস্ত্রীক সমবেত হয়েছিলেন এবং তাঁদের শত শত বিমানে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

এরপর দুন্দুভি বেজে উঠল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং নিজ নিজ পত্নীসহ গন্ধর্বপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্মল যশ গান করতে আরম্ভ করলেন ঃ

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোহমলম্॥
(১০/৩৩/৫)

রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত গোপললনাগণের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ উত্থিত হয়েছিল ঃ

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১০/৩৩/৬)

কণকবরণা ব্রজাঙ্গনাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করছিলেন শ্যামলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ। দেখে মনে হচ্ছিল যেন অনেকগুলি সুবর্ণমণির মধ্যে একটি মাত্র মহামরকত নীলমণি শোভা পাচ্ছে ঃ

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥

(১০/৩৩/৭)

কৃষ্ণবিলাসিনী গোপরমণীগণের শোভাও ছিল পরম রমণীয়। তাঁরা চরণ-বিন্যাস, করসঞ্চালন, সহাস ভ্রূভঙ্গী, কটিদেশের বঙ্কিম ভাব, চঞ্চল স্তন-বসন এবং গণ্ডস্থলে দোদুল কুণ্ডলদ্বারা অতিশয় শোভা ধারণ করেছিলেন। তাঁদের বদনমণ্ডল ছিল ঘর্মসিক্ত এবং কবরী ও চন্দ্রহারের বন্ধন পড়েছিল শিথিল হয়ে। শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে করতে তাঁরা মেঘচক্রে বিদ্যুন্মালার ন্যায় বিরাজ করছিলেন ঃ গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ।

কৃষ্ণানুরাগপ্রিয়া গোপীগণ এখন তাঁর অঙ্গসংস্পর্শ লাভে অতিশয় আমোদিতা। তাঁদের কণ্ঠস্বর নানারাগে অনুরঞ্জিত। রাসমণ্ডলে তাঁরা নৃত্য করতে করতে উচ্চ স্বরে গান আরম্ভ করলেন। তাঁদের এই মধুর সঙ্গীত ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়েছিল ঃ

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্॥

(১০/৩৩/৯)

একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্বর না মিশিয়ে ষড়জাদি স্বরের আলাপ করতে থাকলে, তিনি বিশেষ প্রীত হয়ে 'সাধু সাধু' বলে ঐ গোপীর প্রশংসা করলেন এবং আর এক গোপী ঐ স্বরালাপকেই ধ্রুবতালে পরিণত করে গান করলে তাঁকেও তিনি যথেষ্ট সম্মানিত করলেন ঃ তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ।

গোপীগণ দেহের শ্রান্তি-ক্লান্তি বিস্মৃত হয়ে নৃত্যে গানে মেতে উঠেছেন। একজন কিন্তু একটানা অনেকক্ষণ নৃত্য-গীত করায় বিশেষ ক্লান্তি বোধ করলেন। তাঁর হাতের বলয় এবং কবরীর মল্লিকা শিথিল হয়ে পড়েছে। তিনি তখন পার্শ্ববর্তী গদাধরের স্কন্ধদেশ বাহুদ্বারা জড়িয়ে ধরলেন ঃ

কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১০/৩৩/১১)

অপর এক গোপী আপন স্কন্ধোপরি অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের চন্দন চর্চিত ও পদ্মগন্ধযুক্ত বাহু আঘ্রাণ করে রোমাঞ্চিত হলেন এবং পুনঃ পুনঃ সেই বাহু চুম্বন করতে লাগলেন ঃ **হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ।**

নৃত্যপরায়ণা এক গোপী চঞ্চল কুণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে স্থাপন করলে তিনি তাঁকে চর্বিত তাম্বুল প্রদান করলেন ঃ **অদাৎ তাম্বুল চর্বিতম্।**

এক গোপী নৃত্যের সঙ্গে গানও করছেন। তাঁর নূপুর ও কটিভূষণ ধ্বনিত হচ্ছে। এক সময় ক্লান্ত হয়ে তিনি পার্শ্বস্থিত অচ্যুতের মঙ্গলপ্রদ করপদ্ম স্বীয় স্তনদ্বয়ের উপর ধারণ করলেন ঃ

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্।।

(১০/৩৩/১৪)

আজ গোপীগণের আনন্দ যেন ধরে না। লক্ষ্মীদেবীর একান্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত রূপে প্রাপ্ত হয়ে এবং তাঁর বাহুদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হয়ে তাঁরা মিলিত ভাবে তাঁর গুণগান করতে করতে বিহার করতে লাগলেন।

ভ্রমরগুঞ্জন মুখরিত সেই রাসমণ্ডলে গোপললনাগণ যখন বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর ঝংকার তুলে কৃষ্ণ সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন তাঁদের কর্ণোৎপল শোভিত কপোল ও অলকমণ্ডিত বদনমণ্ডল স্বেদবিন্দু দ্বারা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল এবং তাঁদের চঞ্চল কেশপাশ থেকে কুসুমদাম খসে পড়েছিল।

রমাপতি শ্রীকৃষ্ণও আলিঙ্গন, সপ্রেম অবলোকন এবং উদ্দাম বিলাস ও হাস্যদ্বারা সে সকল ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে, বালক যেমন আপন প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, তেমনি রাসক্রীড়া করেছিলেন ঃ

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।।

(১০/৩৩/১৭)

হে কুরুকুল তিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রজগোপীগণের চিরবাঞ্ছিত রাসরমণেচ্ছা পূর্ণ করতে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ বিবিধভাবে যত্ন করেছিলেন। আনন্দঘন ভগবানের অঙ্গসঙ্গজনিত আনন্দে তাঁদের দেহ-মন-প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁরা একেবারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাহ্যজ্ঞান হারা হয়েছিলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি ছিল প্রায় নিষ্ক্রিয়। কাজেই মাথার পুষ্পমাল্য এবং অঙ্গের আভরণগুলি খসে পড়লেও তাঁরা জানতে পারেন নি। কেশকলাপ, পরিধেয় বসন এবং বক্ষের কাঁচুলিও খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে, কিন্তু প্রেম-বিহ্বলা গোপীদের সামর্থ্য ছিল না সেগুলি অনায়াসে যথাস্থানে রক্ষা করতে ঃ

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিবোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরুদ্বহ॥

(১০/৩৩/১৮)

পনেরো

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ॥

(১০/৩৩/১৯)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া দর্শন করে দেবপত্নীগণ কামার্ত ও বিমোহিত হয়েছিলেন এবং নক্ষত্রগণ সহ শশধরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে ছিলেন আত্মারাম, তথাপি রাসমণ্ডলে যত জন গোপী ছিলেন, আপনাকে তত সংখ্যক করে তাঁদের সঙ্গে বিবিধ বিলাসে বিহার করতে লাগলেন ঃ

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥

(১০/৩৩/২০)

হে রাজন্! গোপীগণ রতিবিহারে শ্রান্ত হয়ে পড়লে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ প্রেম পরবশ হয়ে স্বীয় মঙ্গলপ্রদ হস্তের দ্বারা তাঁদের বদন মার্জনা করে দিলেন ঃ

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥

(১০/৩৩/২১)

হে রাজন্! কান্ত শ্রীকৃষ্ণের নখরাদির স্পর্শে গোপীগণের চিত্ত আনন্দরসে পূর্ণ ছিল। তাঁরা উজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল ও কুন্তল সমূহের কান্তিতে শোভিত গণ্ডস্থল এবং অমৃতময় হাস্যাবলোকন দ্বারা প্রেমময়ের পূজা করতে করতে তাঁর পবিত্র কর্মসকল কীর্তন করতে লাগলেন—জগুঃ কৃত্যানি পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুলিন-ক্রীড়ার পর আরম্ভ হল জল-ক্রীড়া। শ্রান্ত গজরাজ যেমন সেতুভঙ্গ করে করিণীগণসহ জলে প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণও সেরূপ শ্রমবিদূরণের নিমিত্ত গোপীদের সঙ্গে নিয়ে যমুনাজলে নামলেন। এ সময় গোপীগণের অঙ্গসঙ্গে বিমর্দিত ও তাঁদের কুচকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত পুষ্পমাল্যের আকর্ষণে আগত অলিকুল গন্ধর্বপতিগণের ন্যায় গীতঝংকার তুলে তাঁর অনুগমন করেছিল।

এই জলক্রীড়াও ছিল অতি আকর্ষণীয়। মহর্ষি শুকদেব বললেন ঃ হে মহারাজ! জল-মধ্যে হাস্যপরিহাসপরায়ণা যুবতীগণ চারদিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত ও প্রেমপূর্ণ নয়নে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। এ সময় বিমানচারী দেবগণও পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছিলেন। আত্মারাম ভগবান এরূপে গজরাজতুল্য বিক্রমে গোপীগণ সহ জলক্রীড়ায় মেতেছিলেন ঃ

সোহম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোহঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ॥

(১০/৩৩/২৪)

পুলিন ও জলক্রীড়া শেষ করে বিপিন বিহারী শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে বনবিহার আরম্ভ করলেন ঃ

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জল-স্থল-প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥

(১০/৩৩/২৫)

অতঃপর মদমত্ত করী যেমন করেণুগণ সহ ভ্রমণ করে, সেরূপ ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণও জলজ ও স্থলজ পুষ্পগন্ধে সুরভিত বায়ু সেবিত যমুনাতটবর্তী উপবনে বিচরণ করতে লাগলেন।

এভাবে অনুরক্ত রমণীগণে পরিবৃত হয়ে সেই আত্মরতি ও সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ কাব্যে বর্ণিত শরৎ কালীন রসের আশ্রয়ভূতা ও চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিতা রজনী সমূহ উপভোগ করলেন ঃ

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥

(১০/৩৩/২৬)

(ষোল)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রী রাজোবাচ ঃ

সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তাকর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরেদ্ ব্রহ্মন্! পরদারাভিমর্শণম্॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান বৈ জুগুপ্সিতম্।।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥

(১০/৩৩/২৭-২৯)

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন ঃ হে ব্রহ্মন্! জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্ম বিনাশের নিমিত্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ধর্ম মর্যাদার বক্তা, কর্তা ও রক্ষক সেই ভগবান কি প্রকারে ধর্মবিরুদ্ধ পরস্ত্রী সংসর্গ করেছিলেন?

হে সুব্রত! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হয়েও এই ঘৃণিত কর্ম কোন অভিপ্রায়ে করলেন— আপনি আমাদের এই সংশয় দূর করুন।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট থেকে এ ধরণের প্রশ্ন ছিল অপ্রত্যাশিত। কারণ নিখিল রসসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সবিস্তার বর্ণনা করে পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব যেমন পরমানন্দে বিভোর হয়েছিলেন, সেই অমৃতময়ী কথা গভীর মনোনিবেশ সহকারে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে মুমুক্ষু রাজা পরীক্ষিৎও তেমনি অনুপম অপার্থিব আনন্দ লাভ করেছিলেন। কাজেই গোপীগণের সঙ্গে শ্রীগোবিন্দের এই ক্রীড়াকে পরদারমর্শণ রূপ ঘৃণিত কার্য মনে করা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ জিজ্ঞাসাটা তাঁর নিজের সংশয় বিদূরণের জন্য নয়; এটা ছিল তৎকালের বা অনাগত কালের সংশয়বাদীগণের সংশয় স্খালনের প্রয়োজনে।

মহারাজের এই মনোভাব মহর্ষিদেবের অবিদিত ছিল না। তাই তিনিও বিশদভাবে প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। প্রথমে অভিযোগের যৌক্তিকতা যেন স্বীকার করেই বললেন যে যিনি স্বয়ং ভগবান তাঁর বিচার সাধারণ মানদণ্ডে করা সমীচীন নয়—

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥

(১০/৩৩/৩০)

যাঁরা ঈশ্বর অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন, তাঁদের ধর্মব্যতিক্রম ও সাহস দেখা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অগ্নির সর্বভক্ষণের ন্যায় তেজস্বিগণের পক্ষে একাজ দোষাবহ নহে।

এ প্রসঙ্গে মহর্ষি সতর্ক বাণীও শুনিয়েছেন ঃ

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥
(১০/৩৩/৩১)

যারা ঈশ্বর নয়, তারা কদাচ মনের দ্বারাও এরূপ আচরণ করবে না। রুদ্র ভিন্ন অপর কেউ যদি মূঢ়তাবশতঃ সমুদ্রজাত বিষ পান করে, তবে তার বিনাশ অবধারিত।

এক্ষেত্রে গীতার ভগবদ্বাক্য উল্লেখ করে যদি কেউ বলে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন অপরেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরস্ত্রী সংসর্গের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অন্যেও অনুরূপ গর্হিত কর্মে অনুপ্রাণিত হবে। এই স্বাভাবিক আশঙ্কারও সুসমাধানকল্পে শ্রী শুকদেব বললেন ঃ

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
(১০/৩৩/৩২)

ঈশ্বরগণের বাক্য সত্য, তাঁদের আচরণও কোন কোন স্থলে সত্য। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁদের বাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ গুলিরই কেবল মাত্র অনুকরণ করবে।

এবার শুকদেব মহারাজের অভিযোগই যে একান্ত অযৌক্তিক ও অসার তা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হলেন। কয়েকটি শ্লোকে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন ঃ

কুশলাচরিতৈনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্যেণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥
(১০/৩৩/৩৩)

হে প্রভো! জগতে এ সকল অহঙ্কারশূন্য পুরুষের ধর্মাচরণে যেমন কোন স্বার্থ থাকেনা, তেমনি ধর্মমর্যাদালঙ্ঘনেও কোন অনর্থ ঘটে না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরব্রহ্ম। অতএব তিনি পার্থিব সর্বপ্রকার ধর্মাধর্ম, পাপপূণ্য, ভালমন্দের অতীত।

হে রাজন্! যিনি অধীনস্থ পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা ও নিখিল প্রাণীর নিয়ন্তা, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে পাপ পুণ্যাদি থাকতে পারে না, তাতে আর কথা কি?

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্যঙ্‌মর্ত্যদিবৌকসাম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ।।

(১০/৩৩/৩৪)

হে মহারাজ! যাঁর পাদপদ্মরেণুর সেবায় তৃপ্ত হয়ে ভক্তগণ, যাঁকে যোগবলে লাভ করে যোগীগণ এবং জ্ঞানযোগে যাঁর তত্ত্ব অবগত হয়ে জ্ঞানীগণ সকল কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় বিচরণ করে থাকেন, আপন ইচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন কিরূপে সম্ভব?

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ।।

(১০/৩৩/৩৫)

বোঝা গেল শ্রীকৃষ্ণ ধর্মবিরুদ্ধাচরণ করেন নি; কিন্তু গোপবধূগণ পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করে কি অধর্মের কাজ করেন নি? শ্রীমৎ শুকদেব বলছেন ঃ না, গোপবধূগণও অধর্মাচরণ করেন নি, কারণ ঃ

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্।।

(১০/৩৩/৩৬)

গোপীগণের, তাঁদের পতিগণের এবং বিশ্বের সকল দেহধারীর অন্তরে যিনি বিচরণ করেন, সকলের বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করার নিমিত্তই দেহধারণ করেছিলেন।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই অন্তরে যিনি বিহার করেন, তাঁর কেউ পর থাকতে পারে না, আবার তিনিও কারও পর হতে পারেন না। গোপীরা তাঁর কাছে পরনারী নন, এবং তিনিও গোপীদের কাছে পরপুরুষ নন। যিনি ছিলেন অন্তরে গোপনে তিনি দেহ ধরে বাহিরে এসেছেন ক্রীড়নের কারণে।

রাসক্রীড়া যে বিন্দুমাত্র নিন্দনীয় অর্ধমাচরণ নয় তা প্রতিপন্ন করার পর শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন এই ক্রীড়া জীবের বিশেষ কল্যাণ প্রদ ঃ

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।

(১০/৩৩/৩৭)

জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যদেহ গ্রহণ করে মনুষ্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মত লীলা সমূহ করেছেন। জীব এই সকল লীলা কথা শ্রবণ করে ভগবৎপরায়ণ হতে পারে।

এত কথার পরেও কিন্তু সকল অভিযোগের পূর্ণ মীমাংসা হয়নি। এই রাসক্রীড়া প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ ছাড়াও তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ গোপীগণের পতিদের দিকটাও ভাবতে হবে। তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। এখন তাঁরা যখন দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ বংশীগীতের সহায়ে রাত্রিকালে তাঁদের পত্নীদের আকর্ষণ করে দূরবর্তী যমুনা পুলিনে নিয়ে গিয়ে রাতভর লীলা খেলা করেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভক্তি অটুট রাখা এবং নিজ নিজ পত্নীকে সতী সাধ্বী মনে করা কি সম্ভব?

এই সংশয়াত্মক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বললেন ঃ

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ।।
(১০/৩৩/৩৮)

ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নি। কারণ তাঁরা সকলে তাঁরই মায়াদ্বারা মোহিত হয়েছিলেন এবং নিজ নিজ পত্নীকে পার্শ্বেই অবস্থিত বলে মনে করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ লীলার প্রধান সহায়িকা ছিলেন অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়া। তিনি বহু মুশকিলের আসান করেছিলেন। সেই পুলিনভোগের কালে ব্রহ্মা যখন সকল গোপবালক ও গোবৎসকে হরণ করে লুকিয়ে রেখে ছিলেন, তখন এই যোগমায়ার সাহায্যেই শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল অপহৃত গোপবালক ও গোবৎস রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। এই রাসক্রীড়াতেও গোপীদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য মণ্ডলে যত গোপী ছিলেন, নিজেকে ততজন কৃষ্ণে রূপান্তরিত করে প্রতি গোপীকে পৃথকভাবে সঙ্গ দান করেছিলেন। এবারেও নিজের প্রতি গোপগণের ভক্তি অটুট এবং নিজ নিজ পত্নীর প্রতি তাঁদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে যোগমায়া সহায়ে প্রভু কৃষ্ণ গোপী পিছু একজন করে মায়া গোপী সৃষ্টি করলেন। আসল গোপীরা যখন সারারাত্রিব্যপী তাঁর সঙ্গে মিলনানন্দ উপভোগ করছিলেন, তখন ঐ সব মায়া গোপী গৃহে স্বামীদের পার্শ্বে শয্যায় শায়িত থেকে তাঁদের মনোরঞ্জনে রত ছিলেন। কাজেই কোন গোপেরই শ্রীকৃষ্ণ ও নিজ স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাব পোষণের প্রশ্ন আদৌ উঠে না।

রাসক্রীড়া শেষ হল, রাত্রিরও অবসান ঘটল। শ্রীশুকদেব বললেন ঃ

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎ প্রিয়াঃ॥
(১০/৩৩/৩৯)

ব্রাহ্মমুহূর্ত উপস্থিত হলে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া গোপীগণ তাঁর অনুমতি ক্রমে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজ নিজ গৃহে গমন করলেন।

রাসলীলা বর্ণনা শেষ করে এক্ষণে তার মাহাত্ম্য শোনালেন বক্তাশিরোমণি শ্রীশুকদেব ঃ

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥
(১০/৩৩/৪০)

শ্রী বিষ্ণুর রাসক্রীড়া ব্রজবধূসনে।
যে কহে যে শোনে সদা শ্রদ্ধাযুক্তমনে॥
ভগবানে পরাভক্তি অচিরে সে পায়।
কাম-হৃদ্‌রোগ তার দূর হয়ে যায়॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
—সমাপ্ত—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi